বেনায়ে-মুসলমানী

প্রথম ভাগ

নামাজ-শিক্ষা।

স্কুল সমূহের সাবইন্‌স্‌পেক্টার, "ইস্‌লাম-আভা"
মাসিক পত্রিকার সম্পাদক,

মৌলবী শেখ আবদুল মজিদ সঙ্কলিত।

64

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ.)

প্রকাশক—শ্রীকৈলাসচন্দ্র আচার্য্য।
মডেল লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

১৯২০

মূল্য আড়ে চারি আনা।

সূচী।

বিষয়		পত্রাঙ্ক
১।	ইস্‌লাম	১
২।	কালেমা পড়া বা ঈমান আনা	৪
৩।	নামাজ	৬
৪।	নামাজের সময়	৭
৫।	আজান	৭
৬।	কোন্ সময়ে কত রাক্‌আৎ কি নামাজ ...	১০
৭।	নামাজে ফরজ	১১
৮।	কোন্ সময়ে নামাজ ও সেজ্‌দা নিষেধ ...	১১
৯।	কাপড় পাক	১২
১০।	অজু করিবার নিয়ম	১২
১১।	অজু ছুটিবার কারণ	১৩
১২।	তাইয়ম্মুম	১৪
১৩।	নামাজ-দাখেল	১৫
১৪।	সহু সেজ্‌দা	২৪
১৫।	নামাজ আদায়ে চারির মোকাল্লেদগণের মত ও পার্থক্য	২৬
১৬।	জামাত	২৭
১৭।	ইমাম	২৭
১৮।	মুক্তাদি	২৮
১৯।	মস্‌বুক	২৯

২০। যাহাতে নামাজ ফাসেদ বা নষ্ট হয় ৩০
২১। কাজা নামাজ ৩১
২২। বেত্‌র ৩২
২৩। ঈদের নামাজ ৩২
২৪। তারাবিহ্‌ ৩৪
২৫। জুমুআ ৩৫
২৬। তাহাজ্জোদ ৩৭
২৭। সালাতুত্তসবিহ্‌ ৩৮
২৮। জানাজা ৩৯
২৯। চান্দ্রমাস অনুযায়ী নফল এবাদত ... ৪২

পরিশিষ্ট ভাগ।

৩০। নিয়ৎ ৫১
৩১। কোর্‌আন্‌ শরীফ ৫৩

182. Ic. 920. 42

বেনামাজে-মুসলমানী

প্রথম ভাগ

নামাজ-শিক্ষা।

21 MAY 1921
WRITERS BUILDINGS

স্কুল সমূহের সাবইন্‌স্‌পেক্টার, "ইস্‌লাম-আভা"
মাসিক পত্রিকার সম্পাদক,
মৌলবী শেখ আবদুল মজিদ সঙ্কলিত।

64

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)

প্রকাশক—শ্রীকৈলাসচন্দ্র আচার্য্য।
মডেল লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ।

১৯২০

মূল্য সাড়ে চারি আনা।

Printed by S. A. Gunny.

At the Alexandra S. M. Press, Dacca.

ভূমিকা।

শিক্ষা বিস্তার চেষ্টার ফলে আজ বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে শিক্ষার পথে অনেকটা অগ্রসর দৃষ্ট হয়। চতুর্দ্দিকে "শিক্ষা শিক্ষা" বলিয়া যে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে, কিছুকাল এইভাবে স্থায়ী হইলে আশা করা যায় বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ একদিন নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে। প্রকৃত প্রস্তাবেই এক্ষণে শিক্ষা বিস্তারের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছে। আফিস আদালত হইতে পার্শি ভাষা উঠিয়া গেল মুসলমান সমাজ তৎসহ তাহাদের ধর্ম্মভাষা আরবী পরিত্যাগ করিল, ফলে সমাজ স্বীয় অস্তিত্ব হারাইতে বসিল। এই অবস্থার মধ্য হইতে সমাজকে উদ্ধার করিতে যাইয়া গভর্ণমেণ্ট মক্তব নামে যে এক শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন উহা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ এবং প্রজা-বাৎসল্যের পরিচায়ক। এক্ষণে মক্তব প্রথার সার্থকতা যথাযথ রক্ষিত হইলেই সমাজের কাজ হয়। শুধু সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে অধিকার জন্মিলেই উন্নতি দেখান হইল না। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোন্নতি দেখাইতে পারিলে তবে প্রকৃত উন্নতি লাভ হয়। মক্তব প্রথা এক্ষেত্রে অতিশয় কার্য্যকরী হইবে। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে যে প্রকারে বালকগণকে তাহাদের স্বভাব ও প্রকৃতির পথে পরিচালিত করা হয়, সেই প্রকার মুসলমান শিক্ষার্থিগণের শৈশব-হৃদয়ে ইস্‌লামের বীজ এইরূপভাবে বপন করিতে হইবে যেন ইস্‌লাম তাহাদের একটা স্বভাবজাত জিনিষ হইয়া পড়ে। উহাতেই মুসলমান বালকগণের বিনয়, সাধুতা, সত্যবাদিতা, মনুষ্যত্ব, এক কথায় প্রকৃত মুসলমানী উদ্বুদ্ধ হইবে। জগতের প্রত্যেক লোক ইস্‌লামোচিত প্রায় প্রত্যেকটী কার্য্য তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের অংশবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্পাদন

করিতেছেন ; ইস্লাম সেইগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ কেবল নামাজেই মানুষকে সময়ানুবর্ত্তিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিনয়, একাগ্রতা, গুরুভক্তি, সরলতা, গাম্ভীর্য্য, সৌজন্য নম্রতা, প্রেম এবং মানসিক সুখ শান্তি ইত্যাদি মনুষ্যত্বের প্রায় প্রত্যেকটী গুণ যুগপৎ শিক্ষাদান করে। তৎপর অন্যান্যগুলি, সে আরও দূরের কথা। কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না ; স্বপ্নেও চিন্তা করি না। কাহারও মানসিক ভাবে যদি একবার বাল্যকাল হইতে তাহাকে এক বিশিষ্ট প্রকৃতির করিয়া তুলে এবং উহার চিরদাস দেহ যদি সেই গতিরই অনুবর্ত্তী হয় তবে প্রকৃত পথে প্রত্যাবর্ত্তন করা তাহার পক্ষে আর সহজ-সাধ্য হয় না। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজের ছাত্র, সরকারী কর্ম্মচারী ও নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই কতক লোক আছে ইস্লামের উপর যাহাদের অটল বিশ্বাস, কিন্তু ইস্লামের একটী প্রধান কর্ত্তব্য নামাজ, উহা আদায় করিতে যেন তাহাদের কেমন একটা স্বভাবজাত বিতৃষ্ণা ও অনিচ্ছা। ইহা নিতান্ত দূষণীয়—এ বড়ই মারাত্মক রোগ। যে ব্যক্তি এই অলসতা এখন হইতে পরিত্যাগ না করিবে, তাহার আশা খুব কম। মহা ব্যাধিকে মূলে বিনষ্ট করিতে হইবে যেন ইহা জন্মিতেই না পারে। কাজেই শৈশব হইতে বালকগণকে নামাজ শিক্ষা দিতে হইবে।

আমাদের বাঙ্গালায় এক নূতন ধরণের বাঙ্গালী নামাজের আমদানী হইয়াছে। কোথা হইতে কি অবস্থায় ইহার উৎপত্তি হইল তাহা কে বলিবে? কতক লোকে নামাজ পড়ে বটে কিন্তু তাহাদের অনেকেই না জানে দাঁড়াইতে, না জানে তাহ্‌রিমা বাঁধিতে, না জানে তাঁদিলে আর্‌কান। ইহাদের নামাজ দেখিয়া মনে হয় যেন ইহারা খেল হইতেও তুচ্ছতর একটা কি কাজ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কোর্‌আন্‌শরীফ পাঠ। কোর্‌আনশরীফ আল্লাহ্‌তায়ালার নিজ পবিত্র কালাম। ইহা

যথাসহি পাঠ না করা অত্যন্ত গুণাহ্। এতদ্দেশীয় অনেকেই এদিকে বড় একটা লক্ষ্য করেন না। সহি করিয়া পাঠ না করিলে কোন ক্রমেই ইহার একটা মজা পাওয়া যায় না ও সেই পাঠে আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ বর্ষিত হইতে পারে না, বরং গুণাহ্ হয়। বিশেষতঃ কতকগুলি লোক আছে, তাহারা নামাজে দাঁড়াইলে জগতের সমস্ত কাজ যেন তাহাদের অনুপস্থিতিতে পণ্ড হইয়া যায়; সেই জন্য তাহারা এত তাড়াতাড়ি পাঠ আরম্ভ করে যে কিছুই বুঝা যায় না;—কতক্ষণ গুন্ গুন্ করিয়াই রুকু, সেজ্‌দা ও সালাম, নামাজ শেষ। এদিকে নামাজান্তে বেশ ঘণ্টা দুই ঘণ্টাকাল বেহুদা গল্প গুজবাদিতে কাটাইয়া সুন্দর নিশ্চিন্ত আছে। কি ভয়ানক ব্যাপার!

কোমল মতি বালকগণ যাহাতে এবম্বিধ নামাজীদের কু-অভ্যাসগুলির অনুসরণ না করে সমাজের প্রত্যেকেরই সেদিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এই প্রকার দায়সারা নামাজীর পরিণাম কি, উহা আল্লাহ্‌তাআলা জানেন। এ পরীক্ষায় শতকরা ত্রিশ নম্বরে পাস নহে। কাজেই নামাজে দাঁড়াইয়া চঞ্চলতা পরিহার পূর্ব্বক যথারীতি ধীর স্থির ভাবে তাদিলে আর্কানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নামাজ আদায় করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

এই পুস্তক সঙ্কলনে ইহার বিষয় বিন্যাসকার্য্যে কোমলমতি বালকগণ ও প্রাথমিক নামাজশিক্ষার্থিগণের বিশেষ উপযোগী করিতে আমি চেষ্টার ক্রটী করি নাই। দু'একজনও যদি ইহাদ্বারা হেদায়েৎ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। উপসংহারে আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার এই পুস্তক সাহায্যে কেহ বাঙ্গালা নামাজ শিক্ষা না করেন।

উচ্চারণ—আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষায় যথামত লিখা যায় না। তাই পাঠে একটু মনোযোগী হইতে হইবে। আরবী শব্দে ব্যবহৃত "স" "ছ"এর প্রকৃত উচ্চারণ হইতে হাল্কা হইবে। অনেক শিক্ষিত লোকও আজকাল মুসলমান শব্দকে মু'স'লমান বলিয়া ফেলিতে শুনা যায়—কি আক্ষেপের কথা!

পুস্তকখানা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়,জগতের সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রন্থকার আবার মফঃস্বলবাসী, তাই তাহাকে কিতাব দেখা ও প্রুফ সংশোধনের নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। কোন বিজ্ঞ পাঠকের চক্ষে কোন ভুল দৃষ্ট হইলে আশা করি জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন।

ছুগাছিয়া
গাফরগাঁও—ময়মনসিংহ।
১৯১৮।

কিঙ্করী
শেখ আবদুল মজিদ।

সূচী।

বিষয়		পত্রাঙ্ক
১।	ইস্‌লাম	১
২।	কালেমা পড়া বা ঈমান আনা	৪
৩।	নামাজ	৬
৪।	নামাজের সময়	৭
৫।	আজান	৭
৬।	কোন্ সময়ে কত রাক্‌আৎ কি নামাজ ...	১০
৭।	নামাজে ফরজ	১১
৮।	কোন্ সময়ে নামাজ ও সেজ্‌দা নিষেধ ...	১১
৯।	কাপড় পাক	১২
১০।	অজু করিবার নিয়ম	১২
১১।	অজু ছুটিবার কারণ	১৩
১২।	তাইয়ম্মুম	১৪
১৩।	নামাজ-দাখেল	১৫
১৪।	সহু সেজ্‌দা	২৪
১৫।	নামাজ আদায়ে গায়র মোকাল্লেদগণের মত ও পার্থক্য	২৬
১৬।	আমীত	২৭
১৭।	ইমাম	২৭
১৮।	মুক্তাদি	২৮
১৯।	মস্‌বুক	২৯

২০। যাহাতে নামাজ ফাসেদ বা নষ্ট হয় ... ৩০
২১। কাজা নামাজ ৩১
২২। বেত্র ৩২
২৩। ঈদের নামাজ ৩২
২৪। তারাবিহ্ ৩৪
২৫। জুমুআ ৩৫
২৬। তাহাজ্জোদ ৩৭
২৭। সালাতুত্তসবিহ্ ৩৮
২৮। জানাজা ৩৯
২৯। চান্দ্রমাস অনুযায়ী নফল এবাদত ... ৪২

পরিশিষ্ট ভাগ।

৩০। নিয়ৎ ৪৭
৩১। কোর্‌আন্ শরীফ ৫৩

নামাজ-শিক্ষা।

ইস্‌লাম।

'ইস্‌লাম' শব্দটী আরবী। ইহার সাধারণ অর্থ 'আত্ম সমর্পণ',—অর্থাৎ নিজের যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহতায়ালা সমীপে বিসর্জ্জন দিয়া, নিজে আজীবন তাঁহারই সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকার নাম 'ইস্‌লাম'। যাঁহারা সেই সর্ব্বশক্তিমান, দাতা ও অশেষ দয়ার আধার, এক আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, চিরদিন একমাত্র তাঁহারই অধীনতা স্বীকার করিয়া, তাঁহারই এবাদত্‌ বন্দেগী এবং আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সমূহ যথারীতি প্রতিপালন করেন তাঁহাদিগকে 'মুসলমান' বলে।

মানবগণ কি প্রকারে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করিবে, উহা জন-সাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি মানব মণ্ডলীর মধ্য হইতে ইসময়

সময় এক একজন মহৎ লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম ও নিষেধ আজ্ঞা সর্ব্বপ্রথম সেই বিশিষ্ট মহাজনের উপর অবতীর্ণ হইত। তিনি জগৎবাসীকে উহা জানাইয়া দিতেন। এই প্রকার বিশিষ্ট লোকগণকে 'পয়গাম্বর' বলে। ইঁহাদের প্রাপ্ত ধর্ম্ম-মতই 'ইস্‌লাম'। হজরৎ মোহাম্মদ্ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই যে জগতে সর্ব্বপ্রথম ইস্‌লাম বা মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন তাহা নহে। রোগীর অবস্থা ভেদে যে প্রকার ব্যবস্থা-পত্রের পরিবর্ত্তন হয়, সেই প্রকার ইস্‌লামও দেশের অবস্থা ও সময় ভেদে বর্ত্তমান ধরণে সংস্কৃত হইয়াছে মাত্র। তাই বলিয়া মূলতঃ কোন পরিবর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বর্ত্তমানে ইস্‌লাম-নীতি যে ধরণে গ্রথিত হইয়াছে, হজরৎ মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মধ্যস্থতাতেই উহার সংস্কার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার যে সমস্ত 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ হুকুম ও উপদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে সেই সমস্ত কালাম বা বাক্য একত্র করিয়া যে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, উহার নাম কোর্‌আন্ শরীফ। হজরৎ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম্ ও তাঁহার সাহাবা রাজিআল্লাহু আন্‌হুমের বাক্যাবলী, কার্য্যাবলী ও সমর্থিত বিষয়াদি যে সকল গ্রন্থে লিখিত আছে উহাদের নাম হাদীস শরীফ।

মূলতঃ পাঁচটী জিনিস ইস্‌লামের ভিত্তি স্বরূপ। সেই পাঁচটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম তিনটী—১। কালেমা পড়া বা ঈমান আনা। ২। নামাজ পড়া। ৩। রম্‌জান মাসে রোজা রাখা।—ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা প্রত্যেকের পক্ষে এই তিনটী অবশ্য করনীয়। অবশিষ্ট দুইটী। ৪। জাকাৎ দেওয়া। ৫। জীবনে একবার হজ্ করা।—আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধ্য হইলে কর্ত্তব্য। ধনী (বা সাহেবে নেসাব) লোকদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইস্‌লামের কর্ত্তব্য, আদেশ ও নিষেধ ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী ভেদে উহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আছে। নিম্নে কতিপয় প্রয়োজনীয় নামের সংজ্ঞা প্রদান করা হইল।

ফরজ্‌—অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা নিঃসন্দেহ হুকুম আছে। উহা পরিত্যাগ করিলে অত্যন্ত গুনাহ্‌ হইবে। যদি কেহ স্বীকার না করে বা বিশ্বাস না করে সে কাফের হইবে।

ওয়াজিব—ইহাও অবশ্য কর্ত্তব্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং প্রায়ই ফরজের সমতুল্য। পরিত্যাগ করিলে অত্যন্ত গুনাহ্‌ হইবে, কিন্তু বিশেষ কোন কারণ বশতঃ অস্বীকার করিলে কাফের হইবে না।

সুন্নত—হজরৎ সাল্লাল্লাহু আলায়হিওয়া সাল্লাম বা তাঁহার সাহাবা রাজি আল্লাহু আন্‌হুমের কার্য্যাবলী। উহা দুই প্রকার—(১) মোওয়াক্কাদা অর্থাৎ যাহা বিনা ওজরে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই—ইহা কার্য্যতঃ ওয়াজেবের সমতুল্য; বিনা ওজরে ইহা পরিত্যাগ করিলে গুনাহ্‌ হইবে (২) গায়ের্‌ মোওয়াক্কাদা অর্থাৎ যাহা কোন সময় বিনা ওজরেও পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহা মুস্তাহাবের সমতুল্য।

মুস্তাহাব—ইহা হজরৎ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বা তাঁহার সাহাবা রাজি আল্লাহু আন্‌হুম্‌ সময় সময় করিয়াছেন। ইহা পরিত্যাগে গুনাহ্‌ হইবে না।

হালাল বা মোবাহ্‌—ইঁহা ইস্‌লাম-নীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ নহে।

হারাম—ইহা ইস্‌লাম নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মক্‌রূহ—ইহা দূষণীয়। ইহাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি মক্‌রূহে তন্‌জিহ্‌ প্রায়ই হালালের সমতুল্য, এবং কতকগুলি মক্‌রূহে তহ্‌রীমা প্রায়ই হারামের সমতুল্য।

কালেমা পড়া বা ঈমান আনা।

মুসলমানী সম্পূর্ণরূপে ঈমানের উপর নির্ভর করে। ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস'। যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজের ঈমান ঠিক না করিবে ততদিন তাহার কোন প্রকার এবাদৎ বন্দেগী কবুল হইবে না। সর্ব্বাগ্রে ঠিক করিতে হইবে ঈমান। ঈমানের তিনটী ধারা।—১। মুখে উচ্চারণ করিয়া বলা। ২। নিখুঁত ও নিঃসন্দেহ ভাবে বিশ্বাস করা। এবং ৩। সেই বিশ্বাস নিজ কার্য্যে পরিণত করা। মাত্র মুখে উচ্চারণ করিলেই হইবেনা নিঃসন্দেহে উহা বিশ্বাস করা চাই নতুবা আল্লাহ্‌তালার নিকট কাফের ও মোনাফেক। প্রকৃত মোমেন সেই ব্যক্তিকে বলে, যিনি মুখেও উচ্চারণ করিয়া বলেন, মনে মনে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাসও রাখেন এবং নিজে তাঁহার বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিয়া সুদৃঢ় করেন।

প্রত্যেককে ঈমান আনিতে হইবে যে :—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ •

১। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ্। অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত উপাস্য অন্য কেহই নাই, মোহাম্মদ (মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম্) তাঁহার প্রেরিত পয়গাম্বর (বা মানব-মণ্ডলীর পথ প্রদর্শক)।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

২। আশ্‌হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসুলুহু। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশী নাই এবং আমি (আরও) সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ (মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তাঁহার (সৃষ্ট একজন) বান্দা এবং তাঁহার প্রেরিত (পয়গাম্বর)।

آمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ •

৩। আমানতু বিল্লাহি কামাহুয়া বি আস্‌মায়িহী ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিল্‌তু জামীয়া আহ্‌কামিহী। অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করিতেছি আল্লাহ্ তায়ালার উপর, যিনি তাঁহার নাম ও মহিমা গরিমার সহিত বর্তমান, এবং আমি স্বীকার করিতেছি তাঁহার সমস্ত হুকুম।

آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى

وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

৪। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল্ ইয়াওমিল্ আখিরি ওয়াল্ কাদ্‌রি খায়রিহী ওয়া শার্‌রিহী মিনাল্লাহি তায়ালা ওয়াল্ বা'সি বা'দাল্ মাউত্। অর্থাৎ আমি

বিশ্বাস করিতেছি আল্লাহ্‌তায়ালার উপর এবং তাঁহার প্রেরিত ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) গণের উপর, এবং তাঁহার প্রেরিত কিতাব (তৌরাত, জবুর ইঞ্জিল ও কোর্‌আন্) সমূহের উপর, এবং তাঁহার প্রেরিত (হজরৎ আদম আলায়্‌হিস্ সালাম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশেষ মোহাম্মাদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি ওয়া সাল্লাম্ পর্য্যন্ত) সমস্ত পয়গাম্বরগণের উপর এবং কিয়ামাতের (মহা প্রলয়ের) দিনের উপর এবং বিশ্বাস করিতেছি যে, সমস্তই তাঁহার জ্ঞানফলকে নিরূপিত—ভাল মন্দ আল্লাহতায়ালা হইতেই আগত, এবং মৃত্যুর পর (হিসাবের জন্য) পুনর্জ্জীবিত করার উপর।

যিনি উপরি লিখিত কালেমা চতুষ্টয়ের প্রতি যথারীতি ঈমান আনিতে পারিলেন তিনি মুসলমানীতে প্রবেশ করিলেন। যত দিন এই বিশ্বাস থাকিবে ততদিন তিনি মুসলমান থাকিবেন।

নামাজ।

প্রত্যেক মানুষ দুইটী উপাদানে প্রস্তুত। একটী দেহ, অপরটী আত্মা। দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য যে প্রকার আহার ও ব্যায়াম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেই প্রকার আত্মার পুষ্টিসাধন হেতু এবাদৎ বা উপাসনা দরকার। একজন মুসলমানের পক্ষে যত প্রকার এবাদত করা দরকার তন্মধ্যে নামাজই প্রধান। নামাজ এবং উহার আনুসঙ্গিক প্রত্যেকটী কার্য্য দৈহিক ও মানসিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার এক একটী প্রধান উপকরণ।

মানুষ যে নামাজ ও ধর্ম্মকার্য্য-বিরত হইয়া শারীরিক ও মানসিক সুখ অনুসন্ধান করে। উহা কি প্রকারে লাভ করিবে? পবিত্র কোর্‌আন শরীফে উক্ত হইয়াছে—নিশ্চয় নামাজ (মানুষকে) পাশবিকতা ও পাপ হইতে বিরত রাখে।

নামাজের সময়।

দিবসে পাঁচবার নামাজ আদায় করা ফরজ্‌।

১। প্রত্যুষে পূর্ব্বাকাশ আলোকরশ্মি ধারণ করার সময় হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—ফজর। ২। ঠিক দ্বিপ্রহরের পর হইতে কোন একটী কাঠি সোজা করিয়া দাঁড়া করিলে, 'সায়ায়ে আস্‌লি' বাদে উহার ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্য্যন্ত—জোহর। * ৩। জোহরের পর হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত আসর। সূর্য্যাস্তের পর হইতে পশ্চিম আকাশ লালবর্ণ থাকা পর্য্যন্ত—মাগরিব। ৫। পশ্চিম আকাশের লাল রং লোপ পাওয়ার পর হইতে ফজরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—এশা; কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর মক্‌রূহ্‌। জুমুআর ওয়াক্ত জোহরের ওয়াক্তে এবং ঈদের ওয়াক্ত প্রাতঃকালে সূর্য্য একনেজা পরিমিত উপরে উঠিলে পর হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত।

আজান।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের ও শুক্রবার দিন জুমুআর সময় হইলে নিজ নিজ হাতের কার্য্যে ব্যস্ত মানবগণকে নামাজে যোগদান করিবার জন্য

* অর্থ—একটী কাঠি ঠিক সোজা করিয়া দাঁড়া করিলে ঠিক দ্বিপ্রহরে উহার যে ছায়া হয় উহাকে 'সায়ায়ে আস্‌লী' বলে। অথবা উক্ত কাঠির ছায়া যখন ধ্রুব তারার সোজা উত্তরে পড়ায় ঠিক সেই সময়ের ছায়াটুকু অথবা এবম্বিধ দণ্ডায়মান কাঠির দ্বিপহরের সর্ব্বকম ছায়াটুকু।

উচ্চৈঃস্বরে যে আহ্বান করা যায় ইহাকে আজান্ বলে। আজান প্রদানকারী বা মোয়াজ্জিন্ একজন বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমান ও পাকশরীর ও অজুদার হওয়া আবশ্যক, এবং তাঁহার স্বর খুব উচ্চ হওয়া দরকার। কাবামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া দুই কর্ণে দুই হস্তের দুইটী তর্জনী অঙ্গুলি প্রদান করিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিবে :—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আক্‌বার্, আল্লাহু আক্‌বার্, আল্লাহু আক্‌বার্, আল্লাহু আক্‌বার্। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা অতিশয় মহান।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আশ্‌হাদুআল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু; আশ্‌হাদুআল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নাই।

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার্ রাসূলুল্লাহ্; আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার্ রাসূলুল্লাহ্। অর্থাৎ আমি (আরও) সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত পয়গাম্বর।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ *

হাই্য়্যা আলাস্‌সালাহ্‌, হাই্য়্যা আলাস্‌সালাহ্‌ অর্থাৎ তোমরা নামাজের দিকে ধাবিত হও। ইহা বলিবার সময় প্রত্যেক বারই মুখ ডানদিকে ফিরাইতে হইবে। তবে যেন কেব্‌লা দিক হইতে বুক না ফিরিয়া যায়।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ *

হাই্য়্যা আলাল্‌ ফালাহ; হাই্য়্যা আলাল্‌ ফালাহ্‌। অর্থাৎ সকল লাভের জন্য তোমরা ধাবিত হও। ইহা উচ্চারণ করিবার সময় উভয় বারই মুখ বামদিকে ফিরাইতে হইবে।* এই সময়ও যেন বুক ফিরিয়া না পড়ে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ *

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।

যখনই শুনা যাইবে মোয়াজ্জিন্‌ আজান আরম্ভ করিয়াছেন তখনই প্রত্যেক শ্রোতা নিজ নিজ কার্য্যবন্ধ করিয়া ফেলিবেন এবং কোন কথাবার্ত্তা বলিবেন না। আজানের প্রত্যেক কালামের পরক্ষণেই প্রত্যেক

---

* কেবল ফজরের নামাজের আজানে (একামতে নয়)।

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ *

আস্‌সালাতু খাই্‌রুম্‌ মিনান্নাউম্‌ আস্‌সালাতু খাই রুম্‌ মিনান্নাউম্‌ অর্থাৎ নিদ্রা হইতে নামাজ শ্রেষ্ঠ, এই অংশটুকু ইহার পর যোগ করিতে হইবে।

শ্রোতার উহা চুপে চুপে বলা কর্ত্তব্য। কেবল 'হাই য়া আলাস্ সালাহ' ও 'হাই য়া আলাল ফালাহ'এর সময় 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'ও বলিতে হইবে এবং ফজরের অতিরিক্ত কালামের উত্তরে—'সাদাক্‌তা ওয়া বারার্‌তা' বলা ও আজান শেষ হইলে দরুদ ও দোয়া পড়া উচিত। আজান্ শ্রবণ করিয়া জমায়াতে উপস্থিত হওয়া প্রত্যেক সমর্থ শ্রোতার জন্য ওয়াজিব।

কোন্ সময়ে, কত রাক্‌আৎ, কি নামাজ।

নামাজ	সুন্নত্		ফরজ	সুন্নত	নফল	ওয়াজিব
	গয়র মোয়াক্কাদা	মোয়াক্কাদা		মোয়াক্কাদা		
ফজর	»	২	২	»	»	»
জোহর		৪	৪	২	২	»
আসর	৪	»	৪	»	»	»
মাগ্‌রিব	»	»	৩	২	২	»
এশা	৪	»	৪	২	২	»
বিত্‌র্	»	»	»	»	»	৩
জুমুআ	২	৪	২	৪	২	»
ঈদ্	»	»	»	»	»	২

নামাজে ফরজ।

নামাজে ফরজ চৌদ্দটি। বাহিরে আটটি। মধ্যে ছয়টি। যথা—১। ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়া। ২। শরীর নাপাক বা অপবিত্র থাকিলে গোসল দ্বারা শরীর পাক করা। ৩। পরিহিত কাপড় নাপাক থাকিলে পাক কাপড় পরা। ৪। সৎরে আওরৎ (অর্থাৎ পুরুষের নাভি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখ, কব্জা পর্য্যন্ত হাত, ও টাখনু পর্য্যন্ত পা ব্যতীত সমস্ত শরীর) ঢাকা। ৫। অজু করা। ৬। পাক জায়গায় দাঁড়ান। ৭। কাবা-শরীফের দিকে মুখ করা। ৮। ফরজ ও ওয়াজেব নামাজ উপযুক্ত ওজর বা আপত্তির কারণ ব্যতীত দাঁড়াইয়া পড়া। মধ্যস্থিত ছয়টী—১। কোন্ সময়ে কি নামাজ আদায় করা, মনে মনে উহার নিয়ৎ করা। কেবল মুখের "নাওয়ায়্ তোয়ানের" নিয়ৎ দুরস্ত হইবে না। ২। "আল্লাহু আক্‌বার্" বলিয়া নামাজ আরম্ভ করা। ৩। কিরাত্ বা কোর্‌আন-শরীফ পড়া। ৩। রুকু করা। ৫। প্রত্যেক রাক্‌আতে দুইটি সেজ্‌দা করা। ৬। সর্ব্ব শেষে আত্তাহিয়্যাৎ পড়ার জন্য বসা।

কোন্ সময় নামাজ ও সেজ্‌দা নিষেধ।

ফজরের ওয়াক্তে ফজরের নামাজ ভিন্ন নফল নামাজ মকরূহ ও ফজরের ফরজের পর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, এবং আসরের ফরজের পর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে নামাজ পড়া নিষেধ। ফজরের ফরজের জমাৎ আরম্ভ হইয়া গেলে সেই স্থানে সুন্নত পড়া নিষেধ, তবে জমাত ফৌতের আশঙ্কা না থাকিলে একটু দূরে সরিয়া পড়িয়া লইবে। সাহেবে তরতীবের কাজা ফরজ আদায় ব্যতীত জুমুআর খুৎবার সময় অন্য নামাজ মকরূহ। ঠিক দ্বিপ্রহরে, সূর্য্যাস্ত কালে ও সূর্য্যোদয় কালে সেজদা করা ও নামাজ পড়া

হারাম। কিন্তু কোন ওজরে আসরের নামাজ না পড়িতে পারিলে সূর্য্যাস্ত কালেই পড়িতে হইবে। এতদ্ব্যতীত নাপাক শরীরে যে কোন সময়ই হউক সেজদা করা হারাম।

কাপড় পাক বা অপবিত্র।

কাপড়ের যে স্থানে নাপাক লাগিয়া থাকে সেই স্থান প্রথমতঃ ধৌত করা, তৎপর সমস্ত কাপড় এই প্রকার ধুইতে হইবে যেন কোথাও নাপাক কিছু লাগিয়া না থাকে। অবশেষে উহা নিংড়াইয়া পরে আরও দুইবার ভিজাইয়া দুইবার নিংড়াইয়া কাপড় পাক করিতে হয়। *

অজু করিবার নিয়ম (ক্রমিক)।

১। নিয়ৎ করা—সুন্নত। ২। বিস্‌মিল্লাহ পড়া—সুন্নত। ৩। কব্জি পর্য্যন্ত হাত ধুইয়া কুলি ও গড়্‌গড়া করা—সুন্নত। ৪। নাকে পানি দেওয়া—সুন্নত। মুখ ধোওয়া, কপালের চুলের গোড়া হইতে চিবুক বা থুৎনির নিম্ন পর্য্যন্ত এবং এক কাণের লহর হইতে অন্য কাণের লহর পর্য্যন্ত—ফরজ। ৬। ঘন দাড়ি থাকিলে চারিভাগের একভাগ দাড়ি মুসেহ্ করা—ফরজ; এবং নিম্ন দিক দিয়া আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া খিলাল করা—সুন্নত। ৭। দুই বার কনুই সহ হাত ধোওয়া—ফরজ। ৮। মাথা মুসেহ্ করা অর্থাৎ আঙ্গুলের পেট ও হাতের তালুবারা মুছিয়া ফেলা, চারিভাগের এক ভাগ—ফরজ; সমস্ত মাথা মুসেহ্ করা—সুন্নত। ৯। কাণ মুসেহ্ করা—সুন্নত। ১০। ঘাড় মুসেহ্ করা—মোস্তাহাব ১১। হাতের আঙ্গুল খিলাল করা—সুন্নত। ১২। টাখ্‌নু বা গিরা সহ পা ধোওয়া—ফরজ। এই সময় পায়ের আঙ্গুল ও আঙ্গুলের পেট খিলাল করা—সুন্নত।

* জানা থাকিলে কেবল নাপাক স্থান উপরোক্ত নিয়মে তিনবার ধুইলেও চলে।

এতদ্ব্যতীত অজু সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পেশাব বা পায়খানার দরকার থাকিলে উহা অজুর পূর্ব্বে সম্পাদন করা। মেছওয়াক বা দাঁত পরিস্কৃত করা। অজু সর্ব্বদাই ডান দিক হইতে আরম্ভ করা। উপরে কথিত অনুযায়ী ফরজের ধারা ঠিক রাখা। প্রত্যেক স্থান তিন বার ধৌত করা। এক স্থান শুকাইবার পূর্ব্বেই পরবর্ত্তী স্থান ধৌত করা।

যে সমস্ত স্থান ধোওয়া ফরজ সে সমস্ত স্থানে চুল পরিমিত স্থান শুষ্ক থাকিলে অজু দুরস্ত হইবে না। জোড়ে, বা বিনা ওজরে বাম হাতে মুখে পাণি দেওয়া, বৃথা আলাপ করা এবং এক স্থান তিন বারের বেশী ধৌত করা মকরূহ্। যে পাণিতে রং স্বাদ ও গন্ধ এই তিনটী স্বাভাবিক গুণের অন্ততঃদুইটী পাওয়া যাইবে এবং সেই পানি পাক করিয়া জানিলে উহাদ্বারা অজু গোসল দুরস্ত। মকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত প্রত্যেক অজুর পরই দুই রাক্আত তাহিয়্যাতুল অজু (নফল) নামাজ পড়া বেশ ভাল।

অজু ছুটিবার কারণ।

১। প্রস্রাব বা বাহ্যদ্বার দ্বারা কিছু বাহির হইলে। ২। শরীরের মধ্য হইতে রক্ত বা ঘা হইতে পুঁজ বা পানি বাহির হইয়া চামড়ার উপরে গড়াইলে। ৩। মুখ ভরিয়া বমি হইলে। ৪। যদি মুখ হইতে রক্ত বাহির হয় এবং উহার পরিমাণ থুথুর সমান বা উহা অপেক্ষা বেশী হয়। ৫। শুইয়া ঘুমাইলে অথবা কোন কিছু হেলান দিয়া নিদ্রা গেলে যদি গাঢ় নিদ্রা হয়। ৬। অজ্ঞান হইলে। ৭। কোন নেশা সেবন করিলে যদি উহাতে চলনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে। ৮। কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানাজা ব্যতীত অন্য কোন নামাজে খল খল করিয়া হাসিয়া দিলে।

তইয়ম্মুম্।

ফরজ গোসল বা অজুর পরিবর্ত্তে পাক মাটি বা মাটী জাতীয় বস্তুতে যে অজু ও গোসলের কার্য্য সমাধা করা হয় উহাকে তইয়ম্মুম্ বলে। ইহাতে তিনটী ফরজ। ১। মনে মনে নিয়ৎ করা। ২। উভয় হস্তদ্বারা পাক মাটীতে বা ধূলি যুক্ত স্থানে এই প্রকার থাবা দিয়া তৎপর ঠিক অজুর সময়ের ন্যায়, চুলের গোড়া হইতে থুতনির নিম্ন পর্য্যন্ত ও এক কাণের লহর হইতে অন্য কাণের লহর পর্য্যন্ত সমস্ত মুখ একবার মুসেহ্ করা। ৩। দ্বিতীয় বারও পূর্ব্বপ্রকার থাবা দিয়া তৎপর কনুই পর্য্যন্ত দুই হাত একবার মুসেহ্ করা।

কোন্ কোন্ অবস্থায় তইয়ম্মুম্ সিদ্ধ।

১। কোথায় পানি আছে অজ্ঞাত থাকিলে বা শরায়ী*এক মাইলের ভিতরে কোন স্থানে পানি না থাকিলে। ২। পানি আছে কিন্তু উহাদ্বারা অজু গোসল দুরস্ত নহে অথবা অজু করিলে নিজকে বা নিজের কোন জন্তুকে পিপাসিত থাকিতে হয়। ৩। যে স্থানে পানি, সে স্থানে শত্রু বা হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিলে। ৪। কোন কূপ হইতে পানি উঠাইবার উপায় না থাকিলে। ৫। কোন ব্যক্তির নিকট পানি আছে, সে উহা না দিলে অথচ ক্রয় করিয়া লইবার উপযুক্ত পয়সা সঙ্গে না থাকিলে। ৬। পানি স্পর্শ করিলে কোন রোগ বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে। ৭। জানাজা ও ঈদের জন্য উপযুক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও যদি সময়ের অভাব হয়; কিন্তু বাদ্‌শাহ ও মৃত ব্যক্তির অলির জন্য এস্থলে তইয়ম্মুম্ দুরস্ত নহে। জুমুআ ও কোন ওয়াক্তিয়া নামাজ ফৌত হইবে এই আশঙ্কায় উপযুক্ত পানি থাকা সত্ত্বে তইয়ম্মুম্ দুরস্ত নহে।

অজু নষ্ট হওয়ার জন্য যে যে সর্ত্ত তইয়ম্মুম্ ছুটীবার জন্যও সেই সেই সর্ত্ত এতদ্ব্যতীত যখন উপরি লিখিত পানির অভাব দূর হইবে বা পানি স্পর্শ করিলে আর রোগবৃদ্ধির আশঙ্কা থাকিবে না তখনই তইয়ম্মুম্ ভঙ্গ হইবে।

* ইংরেজী ১½ মাইলে শরায়ী এক মাইল হয়।

নামাজে দাখেল।

নামাজের মধ্যস্থিত ফরজ, ওয়াজেব সুন্নৎ ইত্যাদি পৃথক পৃথক দেখাইলে প্রাথমিক নামাজ শিক্ষার্থিগণের পক্ষে কোথায় কি পাঠ করিতে বা কি কার্য্য করিতে হইবে সে সব বিষয় ধরিতে বড়ই অসুবিধা হয়, তাই ওয়াজিব সুন্নত ইত্যাদি দুইবার উল্লেখ না করিয়া একেবারেই সে সব সম্পাদন করিয়া দেওয়া গেল। প্রত্যেকটি পৃথক কর্ত্তব্য নম্বর দিয়া লিখিয়া উহার উপর শরার কি হুকুম উহা শেষভাগে একটা ডেশ্ দিয়া লিখিয়া দেওয়া হইল।

১। যখন নামাজের জন্য প্রস্তুত হইতে গিয়া ক্রমান্বয়ে বাহিরের আটটি ফরজের ছয়টী কার্য্য ও যথাযথ তদনুসঙ্গীয় সুন্নত ইত্যাদির কার্য্য উপরি লিখিত অনুযায়ী সম্পাদিত হইল তখন দুই পায়ের মধ্যে চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্থান রাখিয়া * উভয় পায়ে সমান ভর করিয়া, বড়ই তাজীম ও বিনয়ের সহিত কাবা শরীফ অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—ফরজ। ২। মনে সংসারের কোন চিন্তা নাই, কোন ভাবনা নাই, পরকালের দিকে এবং পরম করুণাময়ের দিকে মনোনিবেশ করিয়া মনে মনে এই চিন্তা করিতে হইবে যে আমি আল্লাহতায়ালাকে দেখিতেছি এবং যদি আমি না দেখিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে দেখিতেছেন এবং

---

* গায়র মোকাল্লেদ শিক্ষার্থীগণের জন্য ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়েই "নামাজ আদায়ে গায়র মোকাল্লিদ্‌গণের মতের পার্থক্য" শীর্ষক একটী পৃথক অংশ লিখা হইল।

আমি মনে মনে বা মুখে কি বলিতেছি সমস্ত তিনি শুনিতেছেন। তখন পাঠ করিতে হইবে :—

انِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ

حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ

ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাজি ফাতারাস্‌সামাওয়াতি ওয়াল্‌ আর্জা হানিফাওঁ ওয়া মা আনা মিনাল্‌ মুশ্‌রিকীন্‌। অর্থাৎ আমি মুখ করিলাম সেই আল্লাহতায়ালার দিকে, যিনি আস্‌মান ও জমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, অটল বিশ্বাসের সহিত এবং আমি মোশরেকগণের মধ্য হইতে কেহ নহি।—মুস্তাহাব। ইহা কেবল প্রথম দাঁড়াইয়া একবার পড়িতে হয়। ৩। ইহার পর মোয়াজ্জিন্‌ "একামত" বলিবেন। অর্থাৎ ঠিক পূর্ণ আজানই তবে "হাইয়্যা আলাল্‌ ফালাহ্‌" বচনের পরই অর্থাৎ ফজরের সময়ের "আস্‌সালাতু খাইরুন্‌ মিনাল্লাউম" বচনের স্থানে "কাদ্‌কামাতিস্‌সালাহ্‌; কাদ্‌কামাতিসসালাহ্‌"

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ٭

অর্থাৎ নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র নামাজ আরম্ভ হইতেছে। এই অংশটুকু যোগ করিতে হইবে।—সুন্নত। ৪। তৎপর নিবিষ্ট মনে কোন্‌ ওয়াক্তের কি নামাজ আদায় করিবেন মনে মনে উহার নিয়ৎ করা—ফরজ। ৫। তৎপর পুরুষগণ উভয় হাতের অঙ্গুলী স্বাভাবিক রূপে রাখিয়া কাণের লহর পর্য্যন্ত এবং স্ত্রীলোকগণ কাঁধ পর্য্যন্ত হাত উঠাইয়া তাক্‌বীর "আল্লাহু আক্‌বার" বলিয়া তাহ্‌রিমা বাঁধিবেন অর্থাৎ পুরুষগণকে নাভিতে বা নাভির নিম্নে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়া

বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কব্জা ধরিতে হইবে এবং স্ত্রীলোকদের বুকের উপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়া তহ্ রিমা বাঁধিতে হইবে—এস্থলে "তাক্‌বীর" বলা ফরজ। প্রকাশ থাকে যে, দাঁড়ান, নিয়ৎ করা ও তাকবীর উচ্চারণ একই সময়ে হওয়া কর্ত্তব্য।

৬। তৎপর পড়িতে হইবে সানা—

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اِسْمُكَ وَتَعَالٰى

جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ •

সোব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা লাইলাহা গায়্‌রুকা। অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌তায়ালা, আমরা তোমারই (অশেষ ও অতুলনীয় প্রশংসা সূচক) হাম্‌দ্ (গুণ গান) করিতেছি, এ তোমারই নাম মঙ্গল বিধানকারী হইয়াছে, এবং তোমারই গৌরব উচ্চ হইয়াছে; তুমি ব্যতীত আর কেহ আমাদের উপাস্য নাই।—সুন্নত।

৭। তৎপর পড়িতে হইবে—তাআব্বুজ বা তা'উজ্—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ •

আউজুবিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়্‌তানির্‌রাজীম্। অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ আমি সেই বিতাড়িত শয়তানের ধোকা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।—সুন্নত।

৮। তৎপর পড়িতে হইবে তাস্‌মিয়া—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ •

বিস্‌মিল্লাহির্‌রাহ্‌মানীর্ রাহীম্।—সুন্নত।

৯। ইহার পর পড়িতে হইবে ফাতেহা অর্থাৎ আলহামদু সুরা—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ * اٰمِيْنَ *

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল্ আলামীন্, আর্‌রাহ্‌মানির্ রাহীম্, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন্। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন্। ইহ্‌দি-নাস্‌সিরাতাল্ মুস্তাকীমা, সিরাতাল্লাজীনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম্ গায়রিল্ মাগ্‌জুবি আলাইহিম্ ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন্—আমীন্।

অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা "হাম্‌দ" সেই আল্লাহ্‌তায়ালার যিনি সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্ত্তা, দয়ার আধার ও পরম দয়ালু এবং হাশরের দিনের মালিক। তোমারই এবাদৎ করিতেছি, এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তুমি চালাও আমাকে সেই সোজা পথে—উহাদের পথ যাহাদের উপর তুমি তোমার অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছ; (চালাইও) না সেই পথে যে পথে গমন করিয়া মানবগণ তোমার গজব (বা নিগ্রহ) প্রাপ্ত এবং পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে—ওয়াজেব—কবুল্ হউক—সুন্নত।

১০। এখানে একটি সুরা, অন্ততঃ একটী পূর্ণ আয়াৎ পড়া—ওয়াজেব। *

১১। তৎপর তক্‌বির 'আল্লাহু আক্‌বার্' বলিয়া রুকুতে যাইতে হইবে অর্থাৎ তহ্‌রিমা ছাড়িয়া, পা সোজা রাখিয়া অবনত হইয়া, দুই

* কয়েকটী সুরা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইতেছে।

হাতে দুই হাঁটুতে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে—ফরজ। শরীরের উপরের অর্দ্ধেক অত্যন্ত অবনত না হয়, অর্থাৎ পিঠের মধ্যস্থলে পানি ঢালিলে যেন পানি উভয় দিকেই গড়াইয়া পড়ে। দৃষ্টি পায়ের নখের উপর থাকিবে। এই অবস্থায় থাকিয়া পড়িতে হইবে :—

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ ●

"সোব্‌হানা রাব্বীয়াল্‌আজীম্" অর্থাৎ আমি পবিত্রতা কীর্ত্তন করিতেছি আমার শ্রেষ্ঠতম প্রতিপালকের; তিনবার বা পাঁচবার।—সুন্নত, তৎপর তক্‌বির ;

✽ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ✽

সামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্, অর্থাৎ শ্রবণ করিয়াছে আল্লাহ্‌তায়ালা, যে তাহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছে ; বলিয়া সোজা দাঁড়াইতে হইবে।—

১২। এখানে আর তহ্‌রিমা বাঁধিতে হইবে না ; অন্ততঃ এক তস্‌বিহ্ পরিমিত সময় থামা ওয়াজেব ; তিন তস্‌বিহ্ পরিমিত সময় থামা—সুন্নত। এই সময়টুকুর মধ্যে এই তস্‌বিহ্ পাঠ করিতে হইবে—

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ●

রাব্বানা লাকাল্ হাম্‌দ্ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক, তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা ; একবার। ১২। তৎপর আল্লাহু আক্‌বার্ বলিয়া সেজ্‌দাতে যাইতে হইবে।—ফরজ। যাইবার সময় প্রথমে হাঁটু, তৎপর হাত, তৎপর নাক, তৎপর কপাল পতিত হইবে। সেজ্‌দার সময় দুই পা, দুই হাটু, দুই হাত, নাক ও কপাল প্রত্যেকটী মাটিতে লাগিয়া থাকিবে। এবং পুরুষের বক্ষ, উরু ও বাহু এবং গোড়ালি ও নিতম্ব প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং স্ত্রীলোকের প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির

সহিত মিলিত থাকিবে, এবং সেজদাতে তিনবার বা পাঁচবার এই তস্‌বিহ্‌ পড়িতে হইবে :—

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلٰى *

সোব্‌হানা রাব্বীয়াল্‌ আলা অর্থাৎ আমি পবিত্রতা কীর্ত্তন করিতেছি আমার সুমহান্‌ প্রতিপালকের; তিনবার বা পাঁচবার। সেজদা কালে হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলির খোচ মিলাইয়া কানের বরাবর রাখিবে। তৎপর উঠিবার সময় প্রথমে উঠিবে কপাল, তৎপর নাক, তৎপর হাত; এখানে বসিতে হইবে। হাত উরুপরি থাকিবে হাতের আঙ্গুলগুলি সাধারণ মত পশ্চিমমুখী থাকিবে। এখানে পুরুষকে বাম পায়ের উপর বসিয়া ডান পা খাড়া রাখিতে হইবে, এবং স্ত্রীলোকদিগকে উভয় পা ডানদিকে বেকিয়া বসিতে হইবে। এখানে এক তস্‌বিহ্‌ পরিমিত সময় থামা— ওয়াজেব্‌, তিন তস্‌বিহ্‌ পরিমিত সময় থামা—সুন্নত। এই অবস্থায় বসিয়া পড়িতে হইবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ *

আল্লাহুম্মাগফের্‌লী, ওয়ার্‌হাম্‌নী, ওয়াহ্‌দিনি ওয়ার্‌জুক্‌নী অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, মাফ কর আমার গুণাহ্‌ ও আমাকে অনুগ্রহ দান কর, এবং আমাকে হেদায়েৎ কর, এবং আমাকে রেজেক দান কর। তৎপর সেই পূর্ব্ববৎ সেজ্‌দায় যাইতে প্রথমে হাত, তৎপর নাক, কপাল ইত্যাদি পতিত হইবে; সেই অবস্থায় পূর্ব্ব সেজ্‌দার ন্যায় তস্‌বিহ্‌ পাঠ করিবে, এবং উঠিবার সময় পূর্ব্ববৎ ক্রমান্বয়ে উঠিয়া সর্ব্বশেষে হাটু উঠাইবে।— ফরজ। এই প্রকারে এক রাক্‌আত নামাজ হইল। এখানে আবার হাত বাঁধিতে হইবে, কিন্তু হাত আর কাণ পর্য্যন্ত উঠাইতে হইবে না।

১৩। তৎপর পূর্ব রাকআতের ন্যায় ক্রমান্বয়ে ফাতেহা ও সুরাহ্ ইত্যাদি পাঠ করিয়া রুকু সেজ্দা করিয়া আর এক রাকআত নামাজ আদায় করিয়া বসিতে হইবে। এখানে যদি নামাজ শেষ করিতে হয়, অর্থাৎ দুই রাকআতের নিয়ৎ থাকিয়া থাকে, তবে ইহা এই নিয়তের শেষ বসা।—ইহা ফরজ। যদি তিন বা চারি রাকআত নামাজের নিয়ৎ হইয়া থাকে, তবে ইহা মধ্যস্থিত বসা, ওয়াজেব।

১৪। এখানে কোলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পড়িতে হইবে আত্তাহিয়্যাৎ বা তাশাহুদ—

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ●

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যিবাতু; আস্‌সালামু আলায়কা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু; আস্‌সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন্; আশ্‌হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদুআন্না মোহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

যাবতীয় প্রশংসা এবং নামাজ ও পবিত্রতা কীর্ত্তন আল্লাহ্‌তায়ালারই জন্য। হে নবি! (প্রেরিত পুরুষ) আপনার প্রতি সালাম, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার কৃপা ও বরকৎ (মহোন্নতি) বর্দ্ধিত হউক। আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ আমাদের এবং আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদৎকারীগণের উপর অবতীর্ণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে নাই অন্য কোন উপাস্য এক আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত, এবং (আমি আরও) সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ

(মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম্) তাহার বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ।

ইহা পাঠ করা ওয়াজেব। যদি তিন বা চারি রাক্‌আৎ ওয়ালা নামাজ হয়, তবে দুই রাক্‌আতের পর বসা ও তাশহ্‌হুদ্ পড়া উভয়ই ওয়াজেব। কাজেই ইহা শেষ বসা না হইয়া থাকিলে এইটুকু পাঠ করিয়াই "আল্লাহু আক্‌বার" বলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতের ন্যায় তৃতীয় ও চতুর্থ রাক্‌আত যথারীতি আদায় করিতে হইবে। তবে কি ফরজ নামাজ হইয়া থাকিলে ফাতেহার পর অন্য কোন সুরাহ্ মিলাইতে হইবে না। ১৫। যত রাক্‌আৎ নামাজের পরই উক্ত নিয়তের নামাজ শেষ করিতে হয় সে স্থানে বসা ফরজ—তাশাহ্‌হুদ্ পড়া ওয়াজেব। তৎপর নিম্নলিখিত দরুদ ও দোয়ায়ে মাসুরা পাঠ করা সুন্নত।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

আল্লাহুম্মা সল্লিআলা মোহাম্মদিওঁ, ওয়াআলা আলি মোহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্‌রাহীমা; ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ্। আল্লাহুম্মা বারিক্ আলা মোহাম্মাদিওঁ, ওয়াআলা আলি মোহাম্মাদিন্ কামা বারাক্‌তা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ্।

অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্। অনুগ্রহ বর্ষণ কর তুমি মোহাম্মদ (মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়্হি ওয়া সাল্লাম্)ও তাঁহার বংশধরগণের উপর যে প্রকার তুমি অনুগ্রহ বিতরণ করিয়াছিলে ইব্রাহিম (আলায়হিস্ সালাম) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই তুমি যাবতীয় প্রশংসা ও গরিমার আধার। হে আল্লাহ্ তাআলা, তুমি বরকৎ প্রদান কর মোহাম্মদ (মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়্হি ওয়া সাল্লাম্) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর, যে প্রকার তুমি বরকত প্রদান করিয়াছিলে ইব্রাহীম (আলায়্হিস সালাম) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই তুমি যাবতীয় প্রশংসা ও মহত্বের আধার-স্বরূপ। তৎপর দোয়াবে মাসুরা পাঠ :—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَا وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

আল্লাহুম্মগ্‌ফির্‌লি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিমান্ তাওয়ালাদা ওয়া লি জামীইল্ মো'মিনীনা ওয়াল্ মো'মিনাতি ওয়াল্ মোস্‌লিমীনা ওয়াল্ মোস্‌লিমাতিল্ আহ্ইয়াযি মিন্‌হুম্ ওয়াল্ আম্‌ওয়াতি, বিরাহ্-মাতিকা ইয়া আর্‌হামার্‌রাহিমীম্। অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্। মাফ কর আমাকে এবং আমার মাতাপিতাকে এবং যাহাদিগকে তাঁহারা (পিতা-মাতা) জন্ম দিয়াছেন তাহাদিগকে এবং সমস্ত মোমেন পুরুষ ও স্ত্রীলোককে এবং মুসলমান নরনারীকে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা জীবিত আছে ও যাহারা পরলোক গমন করিয়াছে সকলকেই (ক্ষমা কর) অনুগ্রহপূর্ব্বক হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়ার আধার।—সুন্নত।

১৬। এখানে

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ۔ اللّٰهِ

আস্সালামু আলায়কুম্ ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্তায়লার অনুগ্রহ ও রহ্মৎ তোমাদের উপর হউক; বলিতে বলিতে ক্রমে ডানদিকে ও বামদিকে মাথা ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিতে হইবে। উভয় বারই দৃষ্টি কাঁধের উপর থাকিবে এবং মধ্যে মাথা সোজা রাখিয়া একটু থামিতে হইবে। এখানে এই নিয়তের নামাজ শেষ হইল। এখানে একবার আয়াতুল কুর্সি পাঠ করিয়া মোনাজাত করা অর্থাৎ দুই হস্ত তুলিয়া নিজের ও অন্যান্য সকলের মুক্তির জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করা *। হস্তদ্বয়্ কাণ এবং বুক সোজা সামনে চীৎ অবস্থায় থাকিবে।

সহু সেজ্দা।

নামাজের মধ্যে কোন ওয়াজেব ভুল হইলে শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করিয়া ডানদিকে সালাম ফিরাইয়া ঠিক রাক্আতের সেজ্দার ন্যায় যে দুইটী সেজ্দা করিতে হয় উহাকে "সহু সেজ্দা" বলে। নিম্নলিখিত অবস্থা সমূহে সহু সেজ্দা প্রদান ওয়াজেব হয়। ১। ভুল বশতঃ নামাজ মধ্যস্থ কোন ওয়াজেব ছুটিয়া গেলে অথবা পরিবর্ত্তন হইয়া গেলে [যথা—শব্দ করিয়া পড়িবার স্থলে আস্তে, বা আস্তে পড়িবার স্থলে শব্দ করিয়া পড়িলে; প্রথম দুই রাক্আতে ফাতেহার সহিত কোন সুরা মিলাইতে ভুলিয়া গিয়া শেষ দুই রাক্আতে মিলাইলে]। ২। তিন বা চারি রাক্আত ওয়ালা নামাজের প্রথম দুই রাক্আত পর যে মধ্যস্থ তাশাহ্হুদ পড়িতে হয়,

ভুলে উহা পাঠ না করিয়া দাঁড়াইতে গেলে বা দাঁড়ানর নিকট গেলে দাঁড়াইয়া পড়া, ও অবশিষ্ট নামাজ যথামত আদায় করিয়া সহু সেজ্‌দা করা; কিন্তু বসার কাছে থাকিলে বসিয়া পড়া, ও তাশাহ্‌হুদ পড়া, ও যথারীতি নামাজ শেষ করা এবং সহু সেজ্‌দা না করা। কিন্তু দাঁড়াইয়া পড়িয়া বসিয়া গেলে বা অর্দ্ধ দাঁড়ানর কম থাকা অবস্থায় বসিয়া গিয়া পরে সহু সেজ্‌দা করিলে নামাজ বাতেল হইবে। ৩। মধ্যস্থিত তাশাহ্‌হুদ্ পাঠ করিবার পর পূর্ণ দরুদ বা দরুদের "আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা" পর্য্যন্ত অন্ততঃ পাঠ করিয়া ফেলিলে পর যদি মনে হয়, দাঁড়াইয়া পড়িয়া অবশিষ্ট নামাজ আদায় করা ও সহু সেজ্‌দা করা। ৪। শেষ বসার যিনি তাশাহ্‌হুদ পাঠ করিলেন তাঁহার ফরজ আদায় হইল, তৎপর ভ্রম বশতঃ যদি দাঁড়াইয়া পড়েন তাহা হইলে পরবর্ত্তী রাক্‌আতের সেজ্‌দা করার পূর্ব্বে যখনই মনে হয় তখনই বসিয়া পড়িবেন ও সহু সেজ্‌দা করিবেন, নামাজ সহি ও শুদ্ধ হইবে। যদি উক্ত আরব্ধ রাক্‌আতের সেজ্‌দা করা হইয়া গিয়া থাকে এবং পরে মনে হয় যে ইহা অতিরিক্ত পড়া হইয়াছে তবে উহার সহিত আর এক রাক্‌আৎ মিলাইয়া লইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ফরজ ঠিক রহিল, দুই রাক্‌আৎ নফল হইল। ৫। যদি কেহ শেষ বৈঠকে তাশহ্‌হুদ পাঠ না করিয়াই আর এক রাক্‌আতের জন্য দাঁড়াইয়া পড়েন তবেও উক্ত আরব্ধ রাক্‌আতের সেজ্‌দা করার পূর্ব্বে যখনই মনে হয়, বসিয়া যাইবেন, তাশাহ্‌হুদ্ পাঠ করিয়া সহু সেজ্‌দা করিয়া যথারীতি নামাজ আদায় করিবেন, ফরজ আদায় হইবে; যদি সেজ্‌দা করা হইয়া গিয়া থাকে তবে ফরজ বাতেল হইয়া সব নামাজ নফলে পরিণত হইল; শেষ রাক্‌আৎ নষ্ট হইল (বা মাগ্‌রিবের সময় চারি রাক্‌আৎ নফল হইল), এবং মাগ্‌রিবের সময় ব্যতীত এই শেষ রাক্‌আতের সহিত আর এক রাক্‌আৎ মিলাইয়া লইলে সব নফল হইল, এক রাক্‌আৎও নষ্ট হইল না।

৬। কত রাক্‌আৎ নামাজ হইল, এ বিষয় লইয়া যদি নামাজের মধ্যে মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে অন্ততঃ যত রাক্‌আতের কম হয় নাই বলিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, তত রাক্‌আতই আদায় হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া প্রয়োজনীয় নামাজের অবশিষ্টাংশ আদায় শেষ করা ও সহু সেজ্‌দা করা। অকারণ সন্দেহ করিয়া নামাজে সহু সেজ্‌দা করিলে নামাজ বাতিল হওয়ার আশঙ্কা।

নামাজ আদায়ে।

গায়র্‌ মোকাল্লাদেগণের মত ও পার্থক্য।

১। পা ফাঁক ফাঁক রাখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রত্যেকের পায় পা মিলাইয়া দাঁড়ান। ২। তহ্‌রিমা বাঁধিবার জন্য হাত কাঁধ পর্য্যন্ত উঠান। ৩। বুকের উপর তহ্‌রিমা বাঁধা। ৪। ইমাম মুক্তাদি প্রত্যেকেই ফাতেহা পড়া এবং যে যে নামাজে ইমাম ফাতেহা ও সুরা শব্দ করিয়া পড়িবেন সেই নামাজে মুক্তাদি, মস্‌বুক সকলেরই শব্দ করিয়া "আমীন" বলা। ৫। রুকুতে যাইবার পূর্ব্বক্ষণই তহ্‌রিমা ছাড়িয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত উভয় হাত উঠান এবং পরে রুকুতে যাওয়া। ৬। রুকু হইতে দাঁড়াইবার সময় "রাব্বানা লাকাল্‌ হাম্‌দ্‌, হাম্‌দান্‌ কাসিরান্‌ তাইয়্যিবান্‌ মোবারাকান্‌ ফিহ্‌।" এইটুকু শব্দ করিয়া বলা। ৭। রুকু হইতে দাঁড়াইয়াই সেজ্‌দাতে যাইবার পূর্ব্বক্ষণে উভয় হস্ত আবার স্কন্ধ পর্য্যন্ত উঠান।

জামাত্।

অন্ততঃ দুই জন একত্র হইয়া নামাজ আদায় করিলেও উহা জামাতের মধ্যে গণ্য হইবে। সর্ব্বদা জামাতে নামাজ পড়া সুন্নত। মোওয়াকাদা, বরং ওয়াজেব ফরজ, ঈদ, রমজান মাসের বেতের ও তারাবীর নামাজই জামাতে আদায় করিবার নিয়ম। কোন সময় দুই একজন মিলিয়া সকলের জামাৎ করিতে কোন দোষ নাই। জুমুয়া ও ঈদের জামাতের জন্য ইমাম ব্যতীত অন্যূন তিন জন আবশ্যক।

ইমাম।

জামাতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নামাজের মাসলা জানেন, কোর্‌আন্ শরীফ ভাল পড়িতে পারেন, অধিক পরহেজগার বেশী বয়স্ক এবং যাঁহাকে সকলে পছন্দ করেন তিনি সকলের অধিনায়ক স্বরূপ জামাতে নামাজ আদায় করিবেন; এই অধিনায়ক ব্যক্তিকেই ইমাম বলে। তিনি ইমাম হইলেন বলিয়া মনে মনে নিয়ৎ করিতে হইবে। ইমামকে সম্মুখে পৃথক্ একটি সফ্ বা পংক্তিতে দাঁড় করান উচিত—সুন্নত। উপযুক্ত স্থান থাকিতে ইমাম ও একাধিক মুক্তাদিকে এক পংক্তিতে দাড়াইয়া নামাজ পড়া মক্রুহ্‌। ইমাম সর্ব্বদাই পূর্ব্বোল্লিখিত ধারা অনুযায়ী নামাজ আদায় করিবেন। জামাতে নামাজ আদায় কালে যদি কেহ একা নামাজ পড়েন তবে তিনি তক্‌বির—'আল্লাহু আকবার' "সামি আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্" ও শেষ সালাম প্রত্যেক ফরজ নামাজে উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন। এতদ্ব্যতীত মগরিব, এশা ও ফজরের ফরজের প্রথম দুই রাকআতে, জুমুআ ও ঈদের নামাজের উভয় রাকআতে এবং তারাবিহ

ও তারাবিহ সংলগ্ন বেতরের প্রত্যেক রাকআতে ফাতেহা ও তৎসঙ্গীয় সুরাহ্ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন; কিন্তু 'আমীন' সর্ব্বদাই চুপ করিয়া পড়িবেন। ফজর ও আসারের ফরজ ও আদায়ের পর ইমাম ফিরিয়া বসিয়া মোনাজাত পড়িবেন—সুন্নত।

মুক্তাদি।

ইমামের সহিত অন্যান্য যে সব লোক প্রথম রাক্আৎ হইতে নামাজ আদায় করিবেন তাঁহাদিগকে মুক্তাদি বলে। মুক্তাদিগণ নিজ নিজ নামাজ আদায়ের ভার ইমামের উপর ন্যস্ত করিবেন। মুক্তাদিগণ সর্ব্বদাই চুপ করিয়া নামাজ আদায় করিবেন। তাঁহাদিগকে তাউজ্, তাস্মিয়া, ফাতেহা ও সুরা পাঠ করিতে হইবে না। কিন্তু যখন ইমাম বিধান অনুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে ফাতেহা পাঠ শেষ করেন তখন মনে মনে তাঁহাদিগকে "আমীন" বলিতে হইবে, এবং ইমামের 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' স্থানে 'রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ্' পড়িতে হইবে। কাতার বা সফ খুব সোজা করিয়া দাঁড়ান সুন্নত। ইমামের উভয় পার্শ্বে সমান বা ডান পার্শ্বে বাম পার্শ্ব হইতে বেশী লোক দাঁড়ান উচিত। দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি পরবর্ত্তী সফগুলি ইমামের ঠিক পিছন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ডান ও বাম দিকে বাড়িয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত ইমাম বাম দিকে সালাম না ফিরান সেই পর্য্যন্ত প্রত্যেক মুক্তাদিকে সম্পূর্ণরূপে ইমামের তাবেদারী করিতে হইবে। ইমাম উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া ফেলিলে মুক্তাদি আর সেই সময় সানা পড়িতে পারেন না। কারণ তাঁহার জন্য তখন কেরাত শ্রবণ করা ফরজ হইয়া যায়। ইমাম যখন

"আল্লাহু আক্‌বার" বলিয়া তহ্‌রিমা বাঁধিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার আরম্ভ করার পর কোন মুক্তাদি যদি উক্ত তক্‌বির আরম্ভ করেন, কিন্তু ইমামের তক্‌বির শেষ হওয়ার পূর্ব্বে মুক্তাদির শেষ হইয়া যায় উহাতে মুক্তাদির নামাজ বাতেল হইবে। কেহ 'সানা' পাঠের সময় না পাইলে নিয়ত তহ্‌রিমার পরই রুকুতে শামেল হইবেন। মুক্তাদিগণের দাঁড়ানর মধ্যে ফাঁক না থাকা চাই।

মস্‌বুক।

ইমাম অন্ততঃ প্রথম রাক্‌আতের রুকু শেষ করিলে যিনি আসিয়া শামেল হইলেন তাঁহাকে 'মস্‌বুক' বলে। যে মস্‌বুক কোন রাক্‌আতের রুকু পাইলেন না, তিনি সেই রাক্‌আতই পাইলেন না বুঝিতে হইবে। শামেল হওয়ার পর হইতেই ইমাম বামদিকে সালাম শেষ করা পর্য্যন্ত মুক্তাদির ন্যায় তাঁহাকে ইমামের তাবেদারী করিতে হইবে। যখন ইমাম বামদিকে সালাম শেষ করিলেন তখন উক্ত মস্‌বুক "আল্লাহু আক্‌বার" বলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িবেন এবং ইমামের সহিত যে নামাজটুকু পড়িতে পারেন নাই উহা, তিনি একা নামাজ পড়িতে যে প্রকারে তাউজ্‌, তাস্‌মিয়া, ফাতেহা, সুরা ও তস্‌বিহ ইত্যাদি সহ আদায় করিতেন সেই প্রকারে আদায় করিবেন। মস্‌বুকের অন্ততঃ দুই রাক্‌আত নামাজ হওয়ার পূর্ব্বে যদি ইমামকে বসিয়া তাশাহ্‌হুদ্‌ পড়িতে হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে মুস্‌বুকও বসিবেন। ইমামের সহিত মাত্র এক রাক্‌আত পড়িলে, পরে আর এক রাক্‌আৎ পড়িয়াই মস্‌বুক বসিয়া তাশাহ্‌হুদ্‌ পড়িবেন।

তৎপর অবশিষ্ট নামাজ, (মাগ্‌রিবের এক রাক্‌আৎ, জোহর, আসর বা এশার দুই রাক্‌আৎ) শেষ এক বৈঠকের মধ্যে আদায় করিবেন। মস্‌বুক একা যে বক্রী নামাজ আদায় করিবেন উহার প্রথম রাক্‌আতে, বা প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয় রাক্‌আতে সুরা মিলাইয়া পড়িয়া তাঁহার নামাজের প্রথম দুই রাক্‌আতের সুরা মিলানর ওয়াজেব আদায় করিবেন। ইমাম সহুসেজ্‌দা করিলে মস্‌বুক্‌কেও সহুসেজদা করিয়া ইমামের সহিত বসিয়া থাকিতে হইবে, তৎপর ইমামের সালামের পরে বাকী নামাজ আদায় করিতে হইবে।

যাহাতে নামাজ ফাসেদ বা নষ্ট হয়।

১। কোন ফরজ ত্যাগ করিলে। ২। কোন কথা বলিলে। ৩। ইচ্ছা করিয়া সালাম করিলে; (ভুলে সালাম করিয়া ফেলিলে ফাসেদ হইবে না)। ৪। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সালামের উত্তর দিলে। ৫। উহ্! আহ্ ইত্যাদি বা চীৎকার করিয়া সাংসারিক কিছুর জন্য ক্রন্দন করিলে; (পরকালের ভয়ে নীরবে ক্রন্দন করা বরং মোস্তাহাব)। ৬। হাঁচি, অশুভ বা আশ্চর্য্য সংবাদের উত্তরে, ইয়ার্‌হামোকুমুল্লাহ, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়্‌হি রাজিউন সোব্‌হানাল্লাহ্ বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া বলিলে। ৭। কোর্‌আন্‌শরীফ দেখিয়া কেরাত পড়িলে। ৮। সাংসারিক উন্নতির জন্য নামাজের মধ্যে দোওয়া চাহিলে। ৯। পানাহার বা এমন কোন কাজ করিলে যাহা কেহ দেখিলে বোধ করিবেন বা তিনি নিজে মনে করেন যে তখন তিনি নামাজের মধ্যে নহেন। ১০। কোন বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি খল খল্ শব্দ করিয়া হাসিয়া দিলে।

কাজা নামাজ।

কোন ব্যক্তি যথা ওয়াক্তে নামাজ আদায় করিতে না পারিলে, বলিতে হইবে তাঁহার উক্ত ওয়াক্তের নামাজ ফোৎ বা কাজা হইল। এই প্রকার কাজা নামাজ আদায় বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে "সাহেবে তর্তীব্" কাহাকে বলে উহা জানা আবশ্যক। যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত বা বালেগ হওয়ার পর হইতে মোটের উপর পাঁচ বা উহাপেক্ষা কম ওয়াক্তের নামাজ কাজা করিয়াছেন এবং সেই কাজা আদায় করেন নাই, তাঁহাকে "সাহেবে তর্তীব্" বলা হয়। এতদ্ব্যতীত কোন সাহেবে তর্তীব্ বা যাঁহার ছয় বা তদপেক্ষা অধিক ওয়াক্তের নামাজ কাজা হইয়াছিল, তিনি যখন উক্ত সমস্ত কাজা আদায় করিয়া শেষ করিবেন তখন হইতে তিনি আবার সাহেবে তর্তীব্ হইবেন। এক্ষণে একজন সাহেবে তর্তীব ক্রমান্বয়ে তাঁহার কাজা আদায় করিয়া শেষে উক্ত ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করিবেন। কিন্তু যদি দেখা যায় যে তাঁহার সমস্ত কাজা আদায় করিলে উক্ত ওয়াক্তের নামাজের সময় চলিয়া যায় তবে যতটুকু কাজা আদায় করা যায়, ততটুকু আদায় করিতে হইবে। তৎপর ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করিয়া পরে অবশিষ্ট কাজা আদায় করিবেন। যদি এশা ও বেত্র্ কাজা হইয়া থাকে এবং ফজরের পূর্ব্বে উভয় কাজাই আদায় করিতে যাইয়া দেখা যায় যে, সময় সঙ্কীর্ণ, তবে বেত্রের কাজা আদায় করিয়া, সূর্য্যোদয়ের পর এশার কাজা আদায় করিবেন। মাত্র এই সাহেবে তর্তীবই পূর্ব্বে সময় না পাইলে তাঁহার কাজা জুমুয়ার খুৎবার সময়ও আদায় করিতে পারেন। অন্য কোন নামাজ খুৎবার সময় আদায় জায়েজ নহে। যিনি সাহেবে তর্তীব্ নহেন অর্থাৎ যাঁহার ছয় বা তদপেক্ষা বেশী ওয়াক্তের

নামাজ কাজা রহিয়াছে তাঁহার কাজা নামাজ আদায় সম্বন্ধে একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, তবে যতটুকু শীঘ্র হয় আদায় করা উচিত। কাজা নামাজ আদায়ের কায়দাকানুন ইত্যাদি বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু সর্ব্বদাই চুপ করিয়া আদায় করিতে হয়। তবে কয়েকজনের একত্রে কাজা হইলে অন্যান্য লোকের অজ্ঞাতসারে জামাতে পড়া যায়।

বেত্‌র্।

এশার নামাজের পর তিন রাক্‌আৎ ওয়াজেব। যথারীতি সুন্নতের ন্যায় তৃতীয় রাক্‌আতেও সুরা পাঠ করিতে হইবে। তৎপর রুকুতে যাওয়ার পূর্ব্বে "আল্লাহু আক্‌বার" বলিয়া কানের লহর পর্য্যন্ত হাত উঠাইয়া আবার তহ্‌রিমা বাঁধিয়া দোয়ায়ে কুনুত পড়িতে হইবে।—যদি দোয়ায়ে কুনুত কেহ মনে না করিয়া থাকেন তবে পড়িবেন—"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আজাবান্নার্।" অথবা অগত্যা তিনবার "আল্লাহুম্মাগ্‌ফের্‌লী" পড়িয়া তৎপর রুকু সেজ্‌দা করিয়া নামাজ আদায় করিতে হইবে। সালামের পর তিন বার "সোব্‌হানাল্ মালিকিল্ কুদ্দুস্" পাঠ করা ও তৃতীয় বারে একটু বলা বেশ ভাল।

ঈদের নামাজ।

রমজান মাসের রোজা শেষ হইবার পরদিন শওয়ালের পহেলা তারিখ ঈদুল ফেতর্ এবং জিল্‌হাজ্জের দশই তারিখ ঈদুজ্জোহা, উভয়ই ওয়াজেব মাঠে জামাতে পড়াও সুন্নত। ইহা ঠিক ফরজ নামাজের ন্যায় শব্দ করিয়া

আদায় করিতে হইবে। তবে ইহার মধ্যে ছয়টি অতিরিক্ত তক্‌বির আছে। তহ্‌রিমা বাঁধিয়া সানা পাঠ করিয়াই ক্রমান্বয়ে তিনবার "আল্লাহু আক্‌বর" এই কথা উচ্চারণ করিয়া তিনবারই হাত কাণের লহর পর্য্যন্ত উঠাইতে হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয়বার নাভিতে তহ্‌রিমা বাঁধিতে হইবে না, হাত ঝুলান থাকিবে। তৃতীয়বারের পর হাত বাঁধিয়া তাউজ ও তাস্‌মিয়া পাঠ করিয়া ফাতেহা ইত্যাদি শব্দ করিয়া পাঠান্তে রাক্‌আৎ শেষ করিয়া, দ্বিতীয় রাক্‌আতের সুরা পাঠের পর যখন রুকুতে যাইতে হইবে সেই সময় আরও তিনবার পূর্ব্বের ন্যায় "আল্লাহু আক্‌বার" বলিয়া হাত উঠাইয়া শেষে রুকুতে যাওয়া ও নামাজ আদায় শেষ করা। নামাজের পর খোৎবা পড়া সুন্নত। ইদুলফেতরের নামাজের পূর্ব্বেই ফেৎরা আদায় করিতে হইবে, পরেও অগত্যাপক্ষে আদায় করা যায়। ঈদুজ্জোহার কোর্‌বানী নামাজের পরে তিন দিনের মধ্যে (১০ই, ১১ই এবং ১২ই) আদায় করা; সহরে বা সহরের ন্যায় স্থানে নামাজের পূর্ব্বে দুরস্ত নহে। ঈদুলফেতরের নামাজ প্রথম দিন আদায় করিতে না পারিলে পরবর্ত্তী দিন আদায় করিতে পারেন এবং ইদুজ্জোহার নামাজ পরবর্ত্তী দিনের পরবর্ত্তী দিন পর্য্যন্ত আদায় করা যায়। ঈদুজ্জোহার দিন নামাজের পূর্ব্বে না খাওয়া মোস্তাহাব। ঈদুলফেতরের দিন আস্তে আস্তে ও ইদুজ্জোহার দিন শব্দ করিয়া এই তক্‌বির তশ্‌রীফ্ পড়িতে পড়িতে ঈদ্‌গাহে যাইবেন—আল্লাহু আক্‌বার্ আল্লাহু আক্‌বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআল্লাহু আক্‌বার আল্লাহু আক্‌বার ওয়ালিল্লাহিল্‌হাম্‌দ্। জিলহজ্জের ৯ই তারিখের ফজর হইতে ১৩ই তারিখের আসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের জামাতের শেষে এই তক্‌বির তশ্‌রীফ্ পড়া ওয়াজেব। তিনবার পড়াই ভাল। যাহাদের প্রতি জুমআত ছাড়া ফরজ কেবল তাহাদের প্রতি ঈদের নামাজ ওয়াজেব।

তারাবিহ্।

রাম্‌জানের চান্দে এশার পর বেতরের পূর্ব্বে জামাতের সহিত বা একা দুই দুই রাক্‌আৎ করিয়া বিশ রাক্‌আৎ নামাজ আদায় করা সুন্নত। ইহাই তারাবিহ্। তারাবিহ্ এবং এই রাম্‌জানে বেত্‌র জামাতে শব্দ করিয়া পড়িতে হইবে। প্রতি ৪ রাক্‌আতের পর নিম্ন লিখিত তস্‌বিহ পড়া ভাল। তৎপর তৎপরবর্ত্তী লিখিত মনাজাত পড়িতে পারা যায়।

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ *

সোব্‌হানা জিল্ মুল্‌কি ওয়াল্ মালাকুতি সোব্‌হানাজিল্ ইজ্জাতি ওয়াল্ আজ্‌মাতি ওয়াল্ হায়বাতি ওয়াল্ কুদ্‌রাতি ওয়াল্ কিব্‌রীয়ারি ওয়াল্ জাবারুতি সোব্‌হানাল্ মালিকিল্ হাই ফিল্লাজী লাইয়ানামু ওয়ালা-ইয়ামুতু আবাদান্ আবাদান্ সোব্বুহুন্ কুদ্দুসুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল্ মালায়িকাতি ওয়ার্‌রুহ। অর্থাৎ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য রাজ্যের প্রভু অতি পবিত্র, গৌরব গরিমা, প্রতাপ শক্তি, মহত্ব ও মহিমার অধিকারী প্রভু অতি পবিত্র, সদা জীবিত অধিপতি—যিনি কখনও ঘুমান না বা মরেন না তিনি অতি পবিত্র; মহাপবিত্র নিরঞ্জন; আমাদের ফেরেস্তাদেরও পবিত্র আত্মার প্রভু।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ

يَا خَالِقُ يَا بَارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌আলুকাল্ জান্নাতা ওয়া নায়ুজুবিকা মিনান্নার্, ইয়াখালিকাল্ জান্নাতি ওয়ান্নারে বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আজীজু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বার্‌রু আল্লাহুম্মা আজির্‌না মিনান্নারে ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আর্‌হামার্‌রাহিমীন্। অর্থাৎ হে আল্লাহ, তোমার নিকট বেহেশতের প্রার্থনা করিতেছি ও দোজখ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। হে বেহেশত ও দোজখের স্রষ্টা আমরা তোমার কৃপার আশান্বিত। হে সর্ব্বজয়ী, হে অতি ক্ষমাকারী, হে মহান দাতা, হে দোষ-আচ্ছাদনকারী, হে দয়ালু, হে শক্তিধর, হে স্রষ্টা, হে উপকারী আল্লাহ আমাদিগকে দোজখ হইতে রক্ষা কর। হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা, হে মুক্তিদাতা অনুগ্রহ পূর্ব্বক হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু রক্ষা কর।

জুমুআ।

প্রতি শুক্রবার জোহরের সময়ে উহার পরিবর্ত্তে জুমুআর মস্‌জিদে দুই রাক্‌আৎ ফরজ নামাজ আদায় করিতে হয়; উহাই জুমুআ। নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর লোকের উপর জুমুআ ফরজ:—১। শহরের * স্থায়ী অধিবাসী; (মোসাফের না হউক)। ২। সুস্থকায়। ৩। চলন ক্ষম।

* বঙ্গদেশীয় গ্রাম সমূহ সহর আখ্যার অন্তর্ভুক্ত কি না, উহা বিবেচনাধীন।

† এতদ্দেশীয় গ্রামে জুমুআ ফরজ ও দুরস্ত কি না এবিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়া কেহ কেহ জুমুআর পর প্রতি রাক্‌আতে ছুরা মিলাইয়া এহ তিয়াতজোহর স্বরূপ চারি রাকআৎ নামাজ পড়িবার বিধান দিয়া থাকেন, এবং অনেকেও উচিত বলেন।

৪। দর্শনক্ষম। ৫। আজাদ (স্বাধীন)—গোলাম নয়। ৬। পুরুষ। ৭। বয়ঃ প্রাপ্ত। ৮। বুদ্ধিমান—পাগল না হউক। এতদ্ব্যতীত ইচ্ছা করিলে অন্ধান্তগণও উপস্থিত হইয়া জুমুআর নামাজ পড়িতে পারেন—জায়েজ হইবে। যাঁহারা জুমুআ পড়িলেন তাঁহাদের আর জোহর পড়িতে হয় না †।

মস্‌জিদের কোন জিনিষ অন্য কার্য্যে ব্যবহার করা জায়েজ্ নহে। জোহরের সময়ই জুমুআর সময়। সূর্য্য দ্বিপ্রহরের পর একটু গড়াইলেই মোয়াজ্জেন প্রথমবার মিনারে দাঁড়াইয়া আজান দিবেন। জুমুআর নিয়তে নামাজের পূর্ব্বে গোসল করা সুন্নৎ। জুমুআর দিন ভাল কাপড় পরিয়া ও খুস্‌বো লাগাইয়া যাওয়া মোস্তাহাব। প্রথম আজান হইয়া গেলে পর খরিদ বিক্রয় হারাম। যাঁহার উপর জুমুআ ফরজ তিনি জুমুআর পূর্ব্বে জোহর পড়িলে উহা মক্‌রুহ্ হইবে এবং তৎপর জুমুআ পড়িবার জন্য বাহির হইলে জুমুআ প্রাপ্ত হউন আর নাই হউন, সেই জোহর বাতেল হইবে, জুমুআ না পাইলে আবার জোহর পড়িতে হইবে। যিনি সময়মত মস্‌জিদে আসিবেন তিনি মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাক্‌আৎ দোখুলুল মস্‌জিদ নামাজ আদায় করিবেন—সুন্নৎ। তৎপর চারি রাক্‌আৎ কাবুলিল্ জুমুআ পড়িতে হয়—সুন্নত। যথা সময় ইমাম মিনারে আরোহণ করিবেন—মোয়াজ্জেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বিতীয়বার আজান বলিবেন। ইমাম মিনারে উঠিয়া গেলে, সাহেবে তর্‌তীবের কাজা ফরজ ব্যতীত অন্য কেহ কোন প্রকার নামাজ আদায় করিতে পারিবেন না। কেহ পূর্ব্বে কোন নামাজ আরম্ভ করিয়া থাকিলে উহা আদায় করিবেন—দোষ হইবে না। এতদ্ব্যতীত ইমাম ফরজ নামাজের বামদিকের সালাম ফিরান পর্য্যন্ত মস্‌জিদের মধ্যে দ্বীনী কি দুনইয়াবী, কোন প্রকারের কথাবার্ত্তা, ইঙ্গিত ইসারা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষেধ।

কাহারও কাহারও মতে এই সময় হজরৎ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নাম শুনিয়া চুপে চুপে দরুদ পাঠ করাও আজানের কালাম সমূহের জবাব দেওয়া ও দোওয়া পড়া পর্য্যন্ত উচিত নহে। আজানের পর ইমাম খুৎবা পড়িবেন—ফরজ। দুই খুৎবা পড়া ও মধ্যে একটু বসা-সুন্নৎ। খুৎবার সময় উর্দ্দু কবিতাদি পড়া মকরুহ্। খুৎবার পর একামৎসহ দুই রাক্আৎ ফরজ নামাজ আদায় করা। ইহার পর চারি রাক্আৎ বাদল্-জুমুআ নামাজ—সুন্নৎ। এখানে দরকার মনে করিলে এহ্তিয়াতাজ্জোহর চারি রাক্আৎ—(মোস্তাহাব)। তৎপর দুই রাক্আৎ সুন্নতুল্ ওয়াক্ত নামাজ—সুন্নত।

তাহাজ্জোদ্।

আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোর্আন্শরীফে হজরৎ সাল্লাল্লাহু আলায়হিকে বলিতেছেন—"এবং রাত্রির কতকাংশে (নামাজার্থে) জাগরিত হও তোমার জন্য ইহা অতিরিক্ত।" গুণা মাফ প্রার্থনার জন্য, ঋণ পরিশোধ, হালাল রুজি প্রাপ্তি এবং অন্যান্য প্রত্যেক প্রকারের পারলৌকিক এবং পার্থিব ফল লাভের জন্য তাহাজ্জোদের নামাজ অত্যন্ত উপকারী। এই শ্রেণীর এবাদত্ দ্বারাই মানুষ দ্রুতবেগে আপন গন্তব্যস্থানে পঁহুছে; এ সব বিষয় গাফেল থাকিলে, হইতে পারে, একেবারে শেষ সীমায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাহার ভ্রমণ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাজ্জোদের নামাজ সুন্নৎ। এসার নামাজ আদায়ের পর হইতে ফজরের সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার সময়। বেত্রের পূর্ব্বে তাহাজ্জোদ পড়িবার বিধি। যদি কাহারও শেষরাত্রে জাগিবার অভ্যাস না থাকে তবে তাহার জন্য অগত্যা এশার সঙ্গে তাহাজ্জোদ ও বেতর পড়িবার বিধি আছে। যাঁহারা শেষ রাত্রে

জাগিবার জন্য অভ্যাস করিতে চাহেন, তাঁহারা এক ঘুমের পর যখনই জাগরিত হইবেন তখনই উঠিবেন ও আবার তাহাজ্জোদ পড়িবেন। পূর্ব্ব নামাজ নফলে পরিণত হইবে। তাহাজ্জোদ কমপক্ষে দুই রাক্আৎ, ঊর্দ্ধে বার রাক্আৎ। ইহা সাধারণ নফল নামাজের নিয়মে পড়িতে হয়। ইচ্ছা করিলে ফাতেহার সহিত তিন তিনবার করিয়া সূরে এখ্লাস্ মিলাইয়া পড়া যায়, অথবা প্রথম রাক্আতে বার বার, দ্বিতীয় রাক্আতে এগার বার ইত্যাদি ক্রমে দ্বাদশ রাক্আতে একবার সূরে এখ্লাস্ মিলাইয়া নামাজ আদায় করা যায়। নামাজ আদায়ের পর সেই অচিন্তনীয় শক্তি ও অশেষ দয়ার আধার আল্লাহ্তাআলার দরগায় যে কোন প্রকারের অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। শেষ রাত্রে জাগরিত হইয়া অজু করিয়া সময় পাইলে সূরে আল্-এমরানের শেষ রুকু পাঠ করা এবং ওয়াস্তাগ্ফার পড়া ভাল।

সালাতুত্তস্‌বিহ্।

সালাতুত্তস্‌বিহ্ চারি রাক্আৎ নফল নামাজ। যে যে সময় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ সেই সেই সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময়ই ইহা পড়া যায়। পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম্ বলিয়াছেন, এই নামাজ তোমরা প্রত্যহ পড়, না হয় সপ্তাহে একবার, না হয় মাসে একবার, না হয় বৎসরে একবার পড়; যদি তাহাও না পার তবে অন্ততঃ জীবনে একবার পড়। প্রত্যেক রাক্আতে ৭৫ বার করিয়া নিম্নলিখিত তস্‌বিহ্ পড়িতে হয়:— "সোব্হানাল্লাহি, ওয়াল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বার।" প্রথম যথারীতি নিয়ৎ করিয়া তহ্‌রিমা বাঁধিয়া 'সানা'

পাঠ করা তৎপর এই তস্‌বিহ্‌ পনরবার পড়া তৎপর তাউজ, তাস্‌মিয়া ফাতেহা ও সুরা পাঠ করিয়া পর এই তস্‌বিহ দশ বার,তৎপর রুকুতে গিয়া রুকুর তস্‌বিহ পড়ার পর দশ বার, তৎপর রুকু হইতে দাঁড়াইয়া দশ বার তৎপর প্রথম সেজ্‌দাতে গিয়া সেজ্‌দার তস্‌বিহের পর দশ বার, দুই সেজ্‌দার মধ্যে বসিয়া দশবার এবং দ্বিতীয় সেজ্‌দাতে গিয়া সেজ্‌দার তস্‌বিহের পর দশ বার এই মোট ৭৫ বার। পরবর্ত্তী রাকআতের জন্য দাঁড়াইয়া পনর বার, তৎপর ক্রমে প্রথম রাকআতের ন্যায় এই তস্‌বিহ পাঠ করিতে হইবে।

জানাজা।

কোন মুসলমানের মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহকে যথারীতি অজু গোসল করাইয়া কাফন পরাইতে হয়। তৎপর উহাকে সামনে রাখিয়া তক্‌বির সহ সানা, দরুদ দোয়া ইত্যাদি পাঠ করার নাম জানাজা। জীবিত মুসলমানগণের জন্য মৃতগণে শবদেহের জানাজা পড়া ফরজে কেফায়া অর্থাৎ যদি কেহ আদায় করেন সকলেরই আদায় হইল, কিন্তু কেহই আদায় না করিলে সকলেরই ফরজ পরিত্যাগের গুণাহ্‌ হইবে। অন্যান্য নামাজের জন্য যে যে সর্ত্ত, জানাজার জন্যও সেই সেই সর্ত্ত। ইহাতে আজান, একামৎ, রুকু, সেজ্‌দা ইত্যাদি নাই। ইমাম মৃতব্যক্তিকে সামনে রাখিয়া তাহার বক্ষস্থল সোজা কাবাশরীফ অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইবেন। মৃতব্যক্তির মাথা উত্তর দিকে থাকিবে। জানাজায় ইমাম ও মুক্তাদি প্রত্যেককেই নিয়ৎ, সানা, দরুদ ও দোয়া ইত্যাদি পাঠ করিতে হইবে। তবে কি ইমামকে তক্‌বির ও সালাম শব্দ করিয়া পড়িতে হইবে। প্রথম এই নিয়ৎ পাঠ করিতে হয়:—

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّيَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ
اَلْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَ
الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ •

নাওয়াতু আন্ উয়াদ্দিয়া আর্‌বা তাক্‌বিরাতি সালাতিল্ জানাজাতি ফাজিল কিফায়াতি আস্‌সানাউ লিল্লাহিতায়ালা ওয়াস্‌সালাতু আলা ন্নাবীঈ ওয়াদ্দোওয়াও লি হাজাল্* মাই্‌ইতি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহ্‌তিল্ কাবাতিশ্‌শারীফাতি।—তৎপর কাণের লহর পর্য্যন্ত উভয় হস্ত উঠাইয়া শব্দ করিয়া "আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া তহ্‌রিমা বাঁধিতে হইবে। পরবর্ত্তী আর কোন তক্‌বিরের সময়ই হাত উঠাইতে হইবে না।—হাত তহ্‌রিমা বাঁধাই থাকিবে। তৎপর পাঠ করিতে হইবে সানা :—

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى
جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ •

সোব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্‌দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়ালা ইলাহা গায়্‌রুকা—(এখানে তক্‌বির) আল্লাহু আক্‌বর। তৎপর নিম্নলিখিত দরূদ পাঠ করিতে হইবে :—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ

---

* মৃতব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে 'হাজলি' এর স্থানে 'হাজিহিল্' পড়িতে হইবে।

وَبَارَكْتَ وَتَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى

اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিওঁওয়া আলা আলি মোহাম্মাদিন্ কামা সাল্লায়্তা ও সাল্লাম্তা ওয়া বারাক্তা ওয়া তাবারাক্তা ওয়া রাহিম্তা ওয়া তারাহ্হাম্তা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌মাজিদ্।— (তক্‌বির)—আল্লাহু আক্‌বার। তৎপর পাঠ করিতে হইবে এই দোয়া :—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا

وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى

الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্ লিহাই্‌য়িনা ওয়া মাই্‌য়্যাতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া পাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উন্‌সানা; আল্লাহুম্মা মান্ আহ্‌ইয়ার্‌তাহু মিন্না ফা আহ্‌ইয়েহি আলাল্ ইস্‌লামি ওয়া মান্ তাওয়াফ্‌ফায়্‌তাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমানি বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আর্‌হামার্‌রাহিমীন্—(তকবির)— আল্লাহু আক্‌বার।

কিন্তু যদি মৃতব্যক্তি শিশু হয়, তবে এই দোয়ার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দোওয়া বলিয়া তৎপর সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিতে হইবে :—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا *

আল্লাহুম্মাজ্‌ আল্‌হু লানা ফারতাওঁ, ওয়াজ্‌ আল্‌হু লানা আজ্‌রাওঁ, ওয়া জুখ্‌রাওঁ, ওয়াজ্‌ আল্‌হু লানা শাফিয়াওঁ, ওয়া মুশাফ্‌ফিয়ান— (তক্‌বির)—আল্লাহু আক্‌বার। *

এখানে আস্‌সালামু আলায়্‌কুম্‌ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌ বলিয়া ডান দিকে, ও আর একবার বলিয়া বামদিকে মুখ ফিরাইয়া তৎপর তহ্‌রিমা পরিত্যাগ করিয়া নামাজ শেষ করিতে হইবে;

কোন ব্যক্তি যদি আসিয়া মস্‌বুক হয় তবে ইমাম সালাম ফিরানের পর কিন্তু লাশ স্থানচ্যুত করিবার পূর্ব্বে যে কয়টী তক্‌বির পড়িয়াছিল তাড়াতাড়ি সানা ও দোওয়া কিছু না পড়িয়া শুধু সেই কয়টী তক্‌বির বলিয়া সালাম্‌ ফিরাইবে।

চান্দ্রমাস অনুযায়ী নফল এবাদত্‌।

মহর্‌রম—প্রথম রাত্রে ৮ রাক্‌আৎ নামাজ, প্রতি রাক্‌আতে ফাতেহার পর দশবার করিয়া সুরে এখ্‌লাস। ৯ই ও ১০ই তারিখে রোজা রাখা। এই রোজার ইফ্‌তার করানে সমস্ত উম্মৎকে ইফ্‌তার করানর সওয়াব পাওয়া যায়। আশুরার তারিখে নিম্ন লিখিত ঘটনা হয় বলিয়া হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে:—১। আসমান, পাহাড়, সাগর, কলম,

---

* মৃত শিশু যদি মেয়ে হয় তবে এই দোয়ার প্রত্যেক আল্‌হু স্থানে 'আল্‌হা' এবং 'শাফিয়াওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফিয়ান্‌' স্থানে 'শাফিআতাওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফিয়াতন্‌' পড়িতে হইবে।

লোহ্ এবং হজরৎ আদম, হজরৎ ইব্রাহীম ও হজরৎ ইসা আলায়হি মুস্সালামের জন্ম ও হজরৎ আদম (আঃ) এর বেহেস্তে দাখেল ২। হজরৎ-ইমাম্ হোসায়েন (রাঃ) এর শাহাদত। ৩। ফেরাউন নীল নদীতে ডুবিয়াছিল। ৪। হজরৎ আইয়োবের কষ্ট বা বালা দূর হয়। ৫। হজরৎ আদম (আঃ) এর তওবা কবুল হয়। এবং এই তারিখে কেয়ামৎ হইবে। আশুরার রাত্রে যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাক্আতে ফাতেহার পর তিনবার করিয়া সুরে এখলাস পাঠ করিয়া একশত রাক্আত্ নামাজ আদায় করিবেন এবং নামাজ শেষ করিয়া ৭০ বার কল্মায়ে তমজিদ পড়িবেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার সমস্ত গুণা মাফ দিবেন।

সফর—এই চান্দের প্রথম তারিখের রাত্রে যিনি চারি রাক্আৎ নামাজ আদায় করিবেন প্রত্যেক রাক্আতে ফাতেহার পর এগার বার করিয়া সুরে এখলাস্ পড়িয়া এবং নামাজ শেষ করিয়া এক হাজার বার এই দরুদ পড়িবেন তিনি হজরৎকে দেখিবেন। দরুদ—'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিনিন্নাবীইল্ উম্মি।' এই চান্দের শেষ বুধবার দিন যদি কেহ ফাতেহার সহিত তিনবার করিয়া সুরে এখ্লাস্ মিলাইয়া দুই রাক্আৎ নফল নামাজ পড়েন এবং তৎপর ৮০ বার করিয়া সুরে আলাম্ নাশ্রাহ্, সুরে ওয়াত্তিনি, ও সুরে ইজাজা' পাঠ করেন তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে অত্যন্ত বরকৎ দান করিবেন।

রবিউল্ আওয়াল্—এই চান্দের ১২ই তারিখে সোমবার ফজরের সময় হজরৎ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্ম এবং এন্তেকাল; এই তারিখেই ফাতিহায়ে-দু-আজদাহাম। যিনি হজরৎ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম্কে স্বপ্নে দেখেন তাঁহার উপর দোজখের আগুন হারাম। প্রথম তারিখ হইতে ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ ফাতেহার সহিত তিনবার করিয়া সুরে এখ্লাস্ মিলাইয়া ১৬ রাক্আৎ

নামাজ আদায় করিয়া এক হাজার বার—"আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদি নিন্নাবীইল্ উম্মি ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" এই দরুদ পাঠ করিয়া যিনি অজুসহ শুইয়া থাকিবেন তিনি পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম্‌কে স্বপ্নে দেখিবেন। যিনি এই চান্দে এশার পর প্রত্যহ ১১২৫ বার—"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিউঁ ওয়া আলা আলি মোহাম্মদ, কামা সাল্লায়্‌তা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ্" এই দরুদ পড়িবেন, অথবা যিনি এই চান্দে সোয়া লক্ষ বার—"সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম" বা আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ্" পাঠ করিবেন তিনি হজরৎ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখিবেন।

রজব—হাদিস্ শরীফে আছে যে ব্যক্তি এই চান্দের ১লা,১৫ই ও শেষ তারিখে এবাদত মনে করিয়া গোসল করিল সে যেন মস্ত শিশুটীর ন্যায় বেগুনাহ্ হইল। প্রথম রাত্রে মাগরিব্ ও এশার মধ্য সময়ে ২০ রাক্‌আৎ নফল নামাজ পড়িতে হয়; প্রত্যেক রাক্‌আতে ফাতেহার পর তিনবার সুরে এখ্‌লাস্ ও "কুল্ ইয়া আইয়োহাল্ কাফেরুন্" পড়া। এই চান্দের ২৭শে তারিখ রাত্রে শাবেমে'রাজ অর্থাৎ হজরৎ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম্ সশরীরে বেহেস্ত্ ইত্যাদি দর্শনে নীত হইয়াছিলেন। এই তারিখে রাত্রে ১২ রাক্‌আৎ নফল নামাজ আদায় করিয়া একশত বার করিয়া কল্‌মায়ে তমজিদ, দরুদ শরীফ ও আস্তাগ্‌ফার পড়া এবং পরদিন রোজা রাখা।

শা'বান—এই চান্দের মধ্য তারিখের রাত্রে শবেবরাত। এই রাত্রে বাদ মগ্‌রিব্ গোসল করিতে হয়, তৎপর দুই রাক্‌আৎ তাহাইয়াতুল্ অজু নামাজ পড়িতে হয়; প্রত্যেক রাক্‌আতে ফাতেহার পর একবার আয়াতুল কুরসি, এবং তিন বার করিয়া সুরে এখলাস্ পড়িতে হয়। তৎপর

৮ রাক্‌আৎ নামাজ পড়া, প্রত্যেক রাক্‌আতে ফাতেহার পর একবার "ইন্না আন্‌জাল্‌না" সুরা এবং ২৫ বার করিয়া সুরে এখ্‌লাস্। অথবা ৫০ বার করিয়া সুরে এখ্‌লাস্ দ্বারা চারি রাক্‌আৎ পড়া। ১৫ই তারিখ রোজা রাখা উচিত।

রামজান—এই চান্দে রোজা ফরজ। ইহার গুণ বর্ণনাতীত। এই চান্দের ২৭শে তারিখ শবেকদর্। এই রাত্রে এবাদতের নিয়তে গোসল করা ও চারি রাক্‌আৎ নামাজ আদায় করা, প্রত্যেক রাক্‌আতে ফাতেহার পর তিনবার করিয়া "ইন্না আন্‌জাল্‌না" এবং ৫০ বার করিয়া সুরে এখ্‌লাস্ পড়িতে হয়। নামাজ শেষ করিয়া সেজদাতে যাইবে এবং একবার পড়িবে—"সোবহানাল্লাহ্ ওয়াল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহু আক্‌বার।" এবং দোয়া প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয় অল্লাহ্‌তায়ালা কবুল করিবেন। এই রাত্রি জাগরিত অবস্থায় কোর্‌আন্ শরীফ পাঠ করিয়া তস্‌বিহ ও নামাজ ইত্যাদি পড়িয়া কাটান কর্ত্তব্য। অন্ততঃ এই দিন সন্ধ্যা হইতে ২৭শে দিনের মাগ্‌রিব পর্য্যন্ত এ'তেকাফ করা উচিত। রমজান মাসে কম পক্ষে দশদিন এ'তেকাফ করা সুন্নত। কোন নির্দ্দিষ্ট নামাজের স্থানে স্বাভাবিক হাজৎ ব্যতীত বাহির না হইয়া কমপক্ষে একরাত্র একদিন আল্লাহ্‌তায়ালার জিক্‌র্ আজ্‌কারে নিযুক্ত থাকার নাম এ'তেকাফ।

শাওয়াল—এই চান্দের প্রথম তারিখে ইদুল্‌ফেত্‌র্। সেই দিন রোজা রাখা হারাম। এই মাসে অত্যন্ত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলিয়া সকলেরই এই মাসে সাবধান থাকিতে হয়। এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট পানা চাহিতে হয়। এই মাসে ঈদের পর ছয়টী রোজা রাখা অত্যন্ত ফল। এই চান্দের প্রথম তারিখে চারি রাক্‌আৎ নামাজ পড়া উচিত; প্রত্যেক রাক্‌আতে ফাতেহার পর ২১ বার করিয়া

সূরে এখ্‌লাস্‌ পড়িতে হয়। এই মাসে রোজাদার কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সে শহীদী দরজা প্রাপ্ত হইবে।

জিলকাদ্‌—সোমবার দিন একটী রোজা রাখ্‌। প্রথম রাত্রিতে ফাতেহার সহিত ২৩ বার করিয়া সূরে এখ্‌লাস্‌ মিলাইয়া চারি রাক্‌আত বা প্রত্যহ ফাতেহার সহিত তিনবার করিয়া সূরে এখ্‌লাস্‌ মিলাইয়া দুই দুই রাক্‌আৎ নামাজ পড়া অত্যন্ত ভাল।

জিল্‌হাজ্জ—এই চান্দের প্রথম দশ দিন অত্যন্ত মোবারক। এই কতকদিন কোর্‌আন্‌ শরীফ এবং তস্‌বিহ, ও তকবির ইত্যাদি পাঠকরা এবং ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত রোজা রাখা খুব সওয়াব। ১০ই তারিখ ইদুজ্জোহা। এই দিন রোজা রাখা হারাম। এই তারিখ হজরৎ ইব্রাহীম আলায়হিস্‌সালাম তাঁহার পুত্র হজরৎ ইস্‌মাইল আলায়হিস্‌সালামকে জবেহ্‌ করিবার জন্ম উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই দিবসের নাম রোজে নহর। এই তারিখের রাত্রে জাগরিত থাকিয়া প্রত্যেকের এবাদত্‌ করা এবং নিজ গুনাখাতা মাফ প্রার্থনা করা উচিত। এই রাত্রে প্রথম রাক্‌আতে ফাতেহার পর ১০০ বার আয়াতুল্‌কুর্সি এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতে ১০০ বার সূরে এখ্‌লাস্‌ পাঠ করিয়া দুই রাক্‌আৎ নামাজ আদায় করা ভাল। যে ব্যক্তি গরীব ও কোর্‌বানী করিতে অপারগ সে যদি ঈদের নামাজ আদায় করিয়া প্রত্যেক রাক্‌আতে ফাতেহার পর তিনবার করিয়া "ইন্নাআ'তায়না" সূরা মিলাইয়া দুই রাক্‌আৎ নামাজ আদায় করে, তবে সেই ব্যক্তি কোর্‌বাণীর ফল পাইবে।

দ্রষ্টব্য।—মাত্র একটী করিয়া রোজা রাখা মক্‌রুহ্‌। কাজেই প্রত্যেক একটী রোজার অগ্রে বা পশ্চাতে আরও একটী করিয়া রোজা রাখা উচিত।

পরিশিষ্ট ভাগ।

নিয়ৎ।

এতদ্দেশে মুখে নিয়ত করিবার প্রথা অত্যন্ত বেশী। কেহই যেন এই কথা বলিতে চাহেন না যে মনে নিয়ত করা ফরজ এবং মুখে নিয়ৎ করা মোস্তাহাব। অনেককে দেখা যায়—"নোয়ায় তোয়ান্—নোয়ায়তোয়ান্" বা "নয় তন্" করিতেছেন, কিন্তু এদিকে জামাত্ শেষ হইয়া গিয়াছে বা কিরাত্ পাঠ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বা ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া পড়িয়াছেন কিন্তু এই বেচারা এই নোয়ায় তোয়ানের প্রয়োচনায় শামেলই হইতে পারিল না। এই শ্রেণীর নামাজীগণ মনে মনে আদৌ নিয়ৎ করে না ও করিতে জানে না; কিন্তু মুখে নোয়ায়তোয়ান বলিতে ভুল হয় না। এই প্রকার কেবল মুখে নিয়ৎ করিয়া কোন মতেই নামাজ দুরস্ত হইতে পারে না। এইজন্য এই পুস্তকের গর্ভে প্রত্যেক ওয়াক্তের বিভিন্ন শ্রেণীর নামাজের মুখের নিয়তের বচনাদি প্রদান করা হয় নাই। বালকগণ এইপ্রকার অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে পরে আর উহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এখানে কয়েকটী নিয়তের ভাষার আলোচনা করা হইল।

দুই রাক্আত ফরজের নিয়ৎ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ — فَرْضِ اللّٰهِ

تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ *

নাওয়ায়তু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাক্আতায় সালাতিল্ (১) ফাজ্রুল্লাহি তায়ালা মুতা ওয়াজ্জিহান্ ইলাজিহ্ তিল্ কাবাতিশ্‌শারীফাতি—

---

(১) এখানে ওয়াক্তের নাম বলিতে হইবে, যথা—ফাজরি (ফজর)।

অর্থাৎ—আমি নিয়ৎ করিতেছি আল্লাহতায়ালার ওয়াস্তে (অমুক ওয়াক্তের) দুই রাক্‌আৎ ফরজ নামাজ আদায় করিবার জন্য কাবা শরীফ অভিমুখী হইয়া।

দুই রাক্‌আত্ সুন্নত নামাজের নিয়ৎ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ – سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ٭

নওয়ায়্‌তু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাক্‌আতায়্‌ সালাতিল্ (১) সুন্নাতি রাসুলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহ্‌তিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি।

অর্থাৎ আমি নিয়ৎ করিতেছি আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াস্তে (অমুক ওয়াক্তের) দুই রাক্‌আৎ সুন্নত্ নামাজ আদায় করিবার জন্য কাবা শরীফ অভিমুখী হইয়া।

দুই রাক্‌আত নফল নামাজের নিয়ৎ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ٭

নাওয়ায়্‌তু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাক্‌আতায় সালাতি নাফ্‌লি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহ্‌তিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি (২)

(১) এখানে ওয়াক্তের বা নামাজের নাম বলিতে হইবে যথা—ফাজ্‌রি জোহ্‌রি, মাগ্‌রিবি, এশা বা তাহাইয়াতিল্ অজু, তাহাজ্জোদ্ ইত্যাদি।

(২) নফল নামাজের জন্য কোন ওয়াক্ত নির্দিষ্ট নাই, কাজেই ওয়াক্তের নাম করা দরকার হয় না।

তিন রাক্আত্ ফরজ নামাজের নিয়ৎ।

—মাগ্রিব—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ *

নাওয়ায়্তু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালাসা রাক্আতি সালাতিল্ মাগ্রিবি ফার্জুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলাজ্বিহ্তিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি—

অর্থাৎ আমি নিয়ৎ করিতেছি আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াস্তে মাগ্রিবের তিন রাক্আত ফরজ নামাজ আদায় করিবার জন্য, কাবা শরীফ অভিমুখী হইয়া।

তিন রাক্আত্ ওয়াজেব্ নামাজের নিয়ৎ।

—বেত্র্—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ

وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ *

নাওয়ায়্তু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালাসা রাক্আতি সালাতিল্ বেত্রি ওয়াজ্বিবুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলাজ্বিহ্তিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি—

অর্থাৎ আমি নিয়ৎ করিতেছি আল্লাহ্তায়ালার ওয়াস্তে বেত্রের তিন রাক্আত্ ওয়াজ্বিব নামাজ আদায় করিবার জন্য, কাবাশরীফ অভিমুখী হইয়া।

মগ্‌রিবের ফরজ এবং বেত্‌রের নামাজ ব্যতীত তিন রাক্‌আত্‌ অন্য কোন নামাজ নাই, অতএব নিয়তে নাম উল্লেখ করা গেল।

চারি রাক্‌আত্‌ ফরজ নামাজের নিয়ৎ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ—فَرْضُ

اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ٭

নাওয়ায়্‌তু আন্‌ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌আতি সালাতিল্‌—(ওয়াক্তের নাম) ফার্জুল্লাহি, তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্‌ ইলা জিহ্‌তিল্‌ কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি—

চারি রাক্‌আৎ সুন্নত্‌ নামাজের নিয়ৎ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ — سُنَّةُ

رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ٭

নাওয়ায়্‌তু আন্‌ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌আতি সালাতিল্‌—(ওয়াক্তের বা নামাজের নাম) সুন্নাতি রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্‌ ইলা জিহ্‌ ইলা জিহ্‌তিল্‌ কা'বাতিশ্‌ শারীফাতি—

জামাতে ইমাম ও মুক্তাদি।

নিয়তের মধ্যস্থ "মুতাওয়াজ্জিহান্‌" শব্দটীর পূর্ব্বেই জামাতের ইমাম বলিবেন 'আনা ইমামুল্লিমান্‌ হাজারা ওয়া মাইয়্যাহ্‌ জরু'।

اَنَا اِمَامٌ لِمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَحْضُرُ

অর্থাৎ আমি ইমাম হইলাম (তাঁহাদের) যাঁহারা উপস্থিত আছেন এবং উপস্থিত হইবেন।

জামাতের মুক্তাদি ও মস্‌বুক্‌গণ সেই "মুতাওয়াজ্জিহান্" শব্দের পূর্ব্বেই বলিবেন একৃতাদায়্‌তু বি হাজাল্ ইমাম্।

إِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْإِمَامِ

তারাবীহের নামাজের নিয়ৎ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ *

নাওয়ায়্‌তু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাক্‌আতায়্ সালাতি তারাবিহ্ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলাজিহ্‌তিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি—

ঈদের নামাজের নিয়ৎ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ

(اَلْاَضْحٰى) مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ *

নাওয়ায়্‌তু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাক্‌আতায়্ সালাতি ঈদিল্ ফিৎরি (১) (বা আজ্‌হা) মাআ সিত্তাতি তাক্‌বীরাতি ওয়াজিবুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহ্‌তিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি—

(১) রামজানের ঈদ্ হইলে "ঈদিল্ ফিৎরি" এবং কুরবানী ঈদ্ হইলে "ঈদিল আজহা" বলিতে হইবে।

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালার ওয়াস্তে কাবাশরীফ অভিমুখী হইয়া ছয় তক্‌বীরের সহিত ঈদল ফেতর্ বা ঈদিল্ আজ্‌হার দুই রাক্‌আৎ ওয়াজিব নামাজ আদায় করিতে নিয়ৎ করিতেছি।

জুমুয়ার নামাজের নিয়ৎ।

তাহাইয়াতিল্ অজু, দাখুলিল্ মস্‌জিদ্ সুন্নাতিল ওয়াক্ত এবং কাব্‌লিল্ জুমায়ী বাদিল জুমাআ ইত্যাদির নিয়তের জন্য ৪৮।৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জুমুআর ফরজের নিয়ৎ।

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ

الْجُمْعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ *

নাওয়ায়তু আন্ উস্‌কিতা আন্ জিম্মাতী ফার্জ জোহ্‌রি বিআদায়ি রাক্‌আতায় সালাতিল্ জুমায়াতি ফার্জুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহ্‌তিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি—

অর্থাৎ—আমি নিয়ৎ করিতেছি, জোহরের ফরজ আদায় করিবার জন্য যে আমার উপর আদেশ, উহা কাবা শরীফ অভিমুখী হইয়া জুমায়ার দুই রাকআৎ ফরজ আদায় দ্বারা সম্পাদন করিবার জন্য।

আখিরি জ্জোহ্‌রের নিয়ৎ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ اٰخِرِ الظُّهْرِ

اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ وَلَمْ اُصَلِّهِ بَعْدَهُ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ *

নাওয়ায়্ উতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌আতি সালাতিল্ আখিরি জ্জোহ্‌রি আদ্‌রাক্‌তু ওয়াক্‌তুহু ওয়ালাম্ উসাল্লিহি বাদুহু মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহ্‌তিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি।

কোর্‌আন শরীফ।

সূরে কাফিরুন—ইহাতে ছয় আয়াৎ ও এক রুকু।

• بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ •

[দয়ার আধার ও পরম দয়ালু আল্লার নামে আরম্ভ (করিতেছি)।]

• بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ •

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ •

কুল্ ইয়া আইয়ুহাল্ কাফিরুনা লা আবুদু মা তাবুদুনা ওয়া লা আনতুম্ আবিদুনা মা আবুদ্; ওয়া লা আনা আবিদুম্ মা আবাদতুম্, ওয়া লা আনতুম্ আবিদুনা মা আবুদ্; লাকুম্ দীনুকুম্ ওয়ালিয়াদীন্।

অর্থ—(হে পয়গম্বর) তুমি বল যে, হে কাফেরগণ নাত আমি (এইক্ষণ) তোমাদের (ঐ সকল মাবুদের) উপাসনা করিতেছি, যাহা-দিগকে তোমরা পূজা করিতেছ। আর নাত আমি যে (খোদার) এবাদৎ করিতেছি, (এইক্ষণ) তোমরা তাহার উপাসনা করিতেছ। আর (ভবিষ্যতেও) আমি তোমাদের সেই উপাস্যগণের পূজা করিব না, যাহাদিগকে তোমরা পূজা করিতেছ; আর তুমি তোমাদের (নিকট আশা আছে যে) ঐ খোদার আরাধনা করিবে, যাঁহার উপাসনা আমি

করিতেছি; (তোমাদের আর আমার মধ্যে কিসের মিল?) তোমাদের জন্যই তোমাদের ধর্ম্ম আর আমার জন্যই আমার ধর্ম্ম।

সূরে নসর্—ইহাতে তিন আয়াৎ ও এক রুকু।

* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ

فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا *

ইজা জাআ্‌ নাস্‌রুল্লাহি ওয়াল্‌ ফাৎহু ওয়া রাআয়্‌তান্নাসা ইয়াদ্‌খুলূনা ফি দীনিল্লাহি আফ্‌ওয়াজা ফাসাব্বিহ্‌ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্‌তাগ্‌ফিরহু ইন্নাহু কানা তাও্‌ওয়াবা।

অর্থ—(হে পয়গম্বর!) যখন খোদার সাহায্য আসিয়া পঁহুছিবে, আর (মক্কা) জয় (হইয়া যাইবে) আর তুমি লোকদিগকে দেখিবে যে আল্লার ধর্ম্মে (ইস্‌লামে) দলে দলে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়া পড়িবে, তবে তুমি আপন প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত তাঁহার তস্‌বিহ্‌ (স্তব) করিতে রত হও, আর তাঁহার সমীপে পাপ মোচনের প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তনকারী (ক্ষমাশীল)।

সূরে লাহাব্—ইহাতে পাঁচ আয়ৎ ও এক রুকু।

* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا

كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِىْ

جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ●

তাব্বাৎ ইয়াদা আবীলাহাবিঁও্‌য়া তাব্বা মা আগ্‌না আন্‌হু মা লুহু ওয়া মা কাসাব্‌, সাইয়াস্‌লা নারান্‌ জাতা লাহাবিঁও্‌য়া আম্‌রাতুহু হাম্মা লাতাল্‌ হাতাব্‌ ফি জীনিহা হাব্লুম্‌ মিম্‌মাসাদ্‌।

অর্থ—(যেরূপ আবুলাহাব পয়গম্বরকে অভিশাপ করিয়াছিল বিপরীত) আবুলাহাবেরই দুই হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল, আর সে নিজেই বিনষ্ট হইল, নাত তাহার ধনই তাহার কোন কার্য্যে আসিল আর না, তাহার উপার্জ্জনই (তাহার কোন ফলপ্রদ হইল), সে সত্বরই (দোজখের) শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে গিয়া প্রবেশ করিবে, আর তাহার সহিত তাহার লাকড়ি বহনকারিণী স্ত্রীও, যাহার ঘাড়ে খোরমা বক্কলের রশি থাকিবে।

সূরে এখ্‌লাস্‌—ইহাতে চারি আয়াৎ ও এক রুকু।

● بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ●

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ

كُفُوًا اَحَدٌ ●

কুল্‌ হুওয়াল্লাহু আহাদ্‌ আল্লাহুস্‌সামাদ্‌, লাম্‌ ইয়ালিদ্‌ ওয়া লাম্‌ ইয়ুলাদ্‌ ওয়া লাম্‌ ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান্‌ আহাদ্‌।

অর্থ—হে পয়গম্বর, যে সমস্ত লোক তোমার নিকট খোদর অবস্থা জিজ্ঞাসা করে তুমি তাহাদিগকে বল যে, তিনি এক (মাত্র) আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ নিরাকাঙ্ক্ষ, তিনি জাত নন এবং প্রসূত নহেন, আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ নাই।

সূরে ফালাক্—ইহাতে পাঁচ আয়াৎ ও এক রুকু।

* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ *

কুল আউজু বি রাব্বিল্ ফালাক্ মিন্ শার্রিমা খালাকা ওয়া মিন শার্রি গাসিকিন্ ইজাওয়া কাবু, ওয়া মিন্ শার্রিন্নাফ্ফাসাতি ফিল্ উকাদ্ ওয়া মিন্ শার্রি হাসিদিন্ ইজা হাসাদ্।

অর্থ—(হে পয়গম্বর, তুমি নিজের হেফাজতের জন্য এইরূপে, বল (দোয়া কর) যে, আমি সমস্ত জীবের অপকারিতা হইতে প্রাতঃকালের মালিক (খোদার) আশ্রয় কামনা করি, আর অন্ধকার রাত্রির অপকারিতা হইতে যখন (তাহার অন্ধকার সমস্ত বস্তুর উপর) আচ্ছাদন করে; আর মন্ত্র পাঠ করিয়া গিড়া মধ্যে ফুৎকারকারিণী (জাদুকারিণীগণের) অপকারিতা হইতে আর হিংসুকগণের হিংসা হইতে যখনই তাহারা হিংসা করে, (এই সকল অপকারিতা হইতে আশ্রয় চাই)।

সূরে নাস্—ইহাতে ছয় আয়াৎ ও এক রুকু।

* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ *

কুল্ আউজু বি রাব্বিন্নাসি মালিকিন্নাসি ইলাহিন্নাসি মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্ ওয়াসিল্ খান্নাসিল্লাজি ইউ ওয়াস্‌বিসু ফি সুদুরিন্নাসি মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্নাস্।

অর্থ—(হে পয়গম্বর, তুমি আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই প্রকার) বল (দোয়া কর, যে শয়তান) লোকের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করে (আর স্বয়ং) দৃষ্ট হয় না, (আর) দানব এবং মানব (উভয়েই এই প্রকার) প্রলোভনকারী হইয়া থাকে, তাহাদের অপকারিতা হইতে আমি মানবের প্রতিপালক মানবের প্রকৃত বাদশাহ, মানবের মাবুদ (প্রকৃত উপাস্য খোদার) আশ্রয় চাই।

আয়াতুল কুর্সি।

* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا

بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ

مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَؤُدُهٗ

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল্ হাইয়ুল্ কাইয়ুম্, লা তা'খুজুহু সিনাতুঁ ভ্ ওয়ালা নাউম্ লাহু মাফিস্সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্ আর্দ্, মানজাল্লাজি ইয়াশ্‌ফাউ ইন্দাহু ইল্লা বি ইজ্‌নিহ্ : ইয়া'লামু মা বায়্‌না আইদীহিম্ ওয়া মা খাল্‌ফাহুম ওয়ালা ইউহীতুনা বি শাই ইঁম্‌মিন্ ইল্‌মিহি ইল্লা বি মাশায়া' ওয়া সিয়া কুর্সি ইয়ুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আর্দ্, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্‌জুহুমা ওয়াহুওয়াল্ আলিয়ুল্ আজীম্।

অর্থ—(সর্ব্ব শক্তিমান্) আল্লাহ্, সে ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নহে, সে চিন্ময় সৎ। তাহাকে তন্দ্রা বা নিদ্রা আক্রমণ করিতে পারে না। স্বর্গে এবং মর্ত্তে যাহা কিছু (বিদ্যমান) তাহা (সমস্তই) তাহার। এমন কি কেহ আছে (যে) তাহার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট (কাহারও) উদ্ধার প্রার্থনা করিতে সমর্থ? তাহাদের (স্বর্গ এবং মর্ত্তস্থ সৃষ্টির) সম্মুখে যাহা (বিদ্যমান) এবং তাহাদের ভবিষ্যতে যাহা (ঘটিবে) তাহা (সমস্ত) সে অবগত। যে সমস্ত (বিষয় তাহার (যাহা) জ্ঞান (গর্ভে) স্থিত তাহার কোন বিষয়ই কেহই তাহার ইচ্ছা ব্যতীত আয়ত্ত করিতে সমর্থ নহে। তাঁহার সিংহাসন স্বর্গ মর্ত্তের উপরে বিস্তৃত; ঐ উভয় (সৃষ্টির) সংরক্ষণ (কার্য্য) তাহাকে কিঞ্চিৎও ভারাক্রান্ত করে না। (মনুষ্য যাহা ধারণ করিতে সমর্থ তাহা হইতে) সে (বহু) উন্নত, (সে) বুদ্ধির অতীত মহৎ।

দোয়ায়ে কুনুত—(৩২পৃঃ) আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুকা শয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলায়্‌কা ওয়া নুস্‌নি আলায়্‌কাল্ খায়্‌রা ওয়ানাশ্‌কুরুকা ওয়া লা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ ওয়া নাৎরুকা মাইঁয়্যাফ্‌জুরুকা; আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া লাকানুসাল্লি ওয়া নাস্‌জুদু ওয়া ইলায়্‌কা নাস্‌আ ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নার্জ্জু রাহ্‌মাতাকা ওয়া নখ্‌শা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল্ কুফ্‌ফারি মুল্‌হিক্।

সমাপ্ত।